তৃতীয় পারা

টীকা-৫১৩. ঐসব হযরত– যাঁদের উল্লেখ পূর্বে এবং বিশেষ করে আয়াত– اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ -এর মধ্যে করা হয়েছে।

টীকা-৫১৪. এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর মর্যাদাসমূহ আলাদা আলাদা। কোন কোন হযরত অপেক্ষা অন্যজন অধিক মর্যাদাবান এবং শ্রেষ্ঠ, যদিও নবূয়তের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নবূয়তের গুণের মধ্যে সবাই শরীক; কিন্তু বৈশিষ্ট্যাবলী এবং কামালাতের মধ্যে মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। এটাই আয়াতের সারমর্ম এবং এরই উপর সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৫১৫. অর্থাৎ কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে; যেমন হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে তূর পর্বতে কথোপকথন দ্বারা ধন্য করেছেন। আর নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মি'রাজ শরীফে। (জুমাল)

টীকা-৫১৬. তিনি হলেন হুযূর পুরনূর সৈয়দে আম্বিয়া মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে অসংখ্য মর্যাদাসহ সমস্ত নবী (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উপর শ্রেষ্ঠ করেছেন। এর উপর সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। আর বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারাও তা প্রমাণিত। আয়াতের মধ্যে হুযূরের সেই উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ বরকতময় নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকেও হুযূর আক্বদাস আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, এ মহান সত্তার এমনই মর্যাদা, যখনই সমস্ত নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয় তখনই সেই পবিত্র সত্তা ছাড়া তা অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্যই হয়না এবং কোন সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারেনা।

হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের ঐ বৈশিষ্ট্যাবলী ও পূর্ণতাসমূহ অগণিত, যে গুলোর মধ্যে তিনি (দঃ) সমস্ত নবীর মধ্যে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সাথে (সেগুলোতে) কেউ শরীক নেই। যেমন, ক্বোরআনে করীমে এ কথা এরশাদ হয়েছে, "উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।" সেই মর্যাদাগুলোর সংখ্যাও যেহেতু ক্বোরআন করীমে উল্লেখ করেন নি তখন কে আছে যে এর সীমা নির্ণয় করতে পারে? সেই অগণিত বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মর্যাদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

২৫৩. এঁরা(৫১৩) রসূল, আমি তাঁদের মধ্যে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি (৫১৪)। তাঁদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন (৫১৫) এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছেন (৫১৬)। আর আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছি (৫১৭); এবং পবিত্র রূহ দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছি (৫১৮); এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীগণ পরস্পর যুদ্ধ করতো না এরপর যে, তাঁদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছে (৫১৯);	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ

তাঁর (হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রিসালত ব্যাপক, সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁরই উম্মত। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا - (অর্থাৎ: আমি, হে হাবীব! আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু সমস্ত মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে)। অন্য আয়াতে এরশাদ করেন- لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا - (অর্থাৎ: যাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হন।) মুসলিম শরীফের হাদীসে এরশাদ হয়েছে (হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন–) اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلَائِقِ كَافَّةً (অর্থাৎ: আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিই প্রেরিত হয়েছি।)

তাঁরই মাধ্যমে নবূয়তের ধারা সমাপ্ত হয়েছে। ক্বোরআন করীমে তাঁকে (দঃ) 'খাতামুন্নবীয়্যীন' (শেষ নবী) বলে এরশাদ হয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, (হুযূর এরশাদ ফরমান,) خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ (অর্থাৎ: আমার মাধ্যমে নবীগণের আগমনের ধারা শেষ হয়েছে)।

সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সমুজ্জ্বল মু'জিযাসমূহের দিক দিয়ে তাঁকে সমস্ত নবী (আলায়হিমুস সালাম)-এর উপর শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে।

তাঁর (দঃ) উম্মতগণকে সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে।

'শাফা'আত-ই কুব্‌রা' (বা বৃহত্তম সুপারিশ)-এর মর্যাদা তাঁকেই দান করা হয়েছে।

মি'রাজরূপী বিশেষ নৈকট্য তিনিই লাভ করেছেন।

জ্ঞান ও আমলগত পূর্ণতাসমূহের মধ্যে তাঁকে সবার সেরা করেছেন।

এতদ্ব্যতীত, অসীম গুণাবলী তাঁকে দান করা হয়েছে। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।) (মাদারিক, জুমাল, খাযিন ও বায়যাভী ইত্যাদি)

টীকা-৫১৭. যেমন, মৃতকে জীবিত করা, পীড়িতদের আরোগ্য দান করা, মাটি দ্বারা পাখী তৈরী করা এবং অদৃশ্য বস্তুর সংবাদ দেয়া ইত্যাদি।

টীকা-৫১৮. অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম দ্বারা, যিনি সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন।

টীকা-৫১৯. অর্থাৎ নবীগণের মু'জিযাসমূহ।

টীকা-৫২০. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উম্মতগণও ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে পরস্পর মতভিন্ন থেকে যায়। সমস্ত উম্মত অনুগত হয়নি।

টীকা-৫২১. তাঁর রাজ্যে তাঁরই ইচ্ছার পরিপন্থী কিছু হতে পারে না এবং এটাই খোদার শান।

টীকা-৫২২. কেননা, তারা পার্থিব জীবনে প্রয়োজনের দিন অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনের জন্য কিছুই করেনি।

টীকা-৫২৩. এতে আল্লাহ্ তা'আলার উলূহিয়্যাত এবং তাঁরই একত্বের বিবরণ রয়েছে। এ আয়াতকে 'আয়াতুল কুরসী' বলা হয়। হাদীসসমূহে এর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৫২৪. অর্থাৎ চিরঞ্জীব (واجب الوجود) এবং বিশ্ব-সৃষ্টিকর্তা ও তত্ত্বাবধানকারী।

টীকা-৫২৫. কেননা, এটা ত্রুটি। আর তিনি ত্রুটি ও দোষ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۟

কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ ঈমানের উপর রইলো এবং কেউ কাফির হয়ে গেলো (৫২০); আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতোনা; কিন্তু আল্লাহ্ যা চান করে থাকেন (৫২১)।

রুকূ' - চৌত্রিশ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۟

২৫৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র পথে আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে ব্যয় করো সেই দিন আসার পূর্বে, যার মধ্যে না কোন বেচাকেনা থাকবে, না কাফিরদের জন্য বন্ধুত্ব এবং না শাফা'আত; এবং কাফিরগণ নিজেরাই অত্যাচারী (৫২২)।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۟

২৫৫. আল্লাহ্ হন, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (৫২৩)। তিনি নিজেই জীবিত এবং অন্যান্যদের তত্ত্বাবধায়ক (৫২৪)। তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিদ্রা (৫২৫)। তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে (৫২৬)। সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে (৫২৭)? (তিনি) জানেন যা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে (৫২৮)। আর তারা পায়না তাঁর জ্ঞান থেকে, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন (৫২৯)। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীন ব্যাপী (৫৩০) এবং তাঁর জন্য ভারী নয় এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ। তিনিই উচ্চ, মহা মর্যাদাসম্পন্ন (৫৩১)।

টীকা-৫২৬. এর মধ্যে তাঁর মালিকানা, তাঁরই নির্দেশ কার্যকর হওয়া এবং তাঁরই ক্ষমতা প্রয়োগের বিবরণ রয়েছে। আর অতীব সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে 'শির্ক'-এর খণ্ডন রয়েছে (এভাবে) যে, যখন সারা জাহান তাঁর মালিকানাধীন, তখন শরীক কে হতে পারে? মুশ্‌রিকগণ হয়ত নক্ষত্ররাজির উপাসনা করে, যেগুলো আসমানসমূহে রয়েছে; নতুবা সমুদ্রসমূহ, পর্বতমালা, পাথরসমূহ, বৃক্ষরাজি, জীব-জন্তু এবং আগুন ইত্যাদির (পূজা করে), যেগুলো পৃথিবী-পৃষ্ঠেই রয়েছে। যখন আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটা বস্তু আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন, তখন এগুলো কিভাবে উপাসনার উপযোগী হতে পারে?

টীকা-৫২৭. এ'তে মুশরিকদের খণ্ডন রয়েছে, যাদের ধারণা ছিলো যে, বোত (মূর্তি) সুপারিশ করবে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য সুপারিশ নেই। আল্লাহ্‌র সম্মুখে অনুমতিপ্রাপ্তগণ ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবেনা।

আর অনুমতিপ্রাপ্তগণ হলেন- নবীগণ, ফিরিশ্‌তাগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) এবং মু'মিনগণ।

টীকা-৫২৮. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অথবা পার্থিব ও পরকালীন বিষয়াদি।

টীকা-৫২৯. এবং যাঁদেরকে তিনি অবগত করেন তাঁরা হলেন নবী ও রসূলগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)। তাঁদেরকে 'গায়ব' সম্পর্কে অবগত করা তাঁদের নবুয়তেরই প্রমাণ। অন্য আয়াতে এরশাদ করেন- وَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ - অর্থাৎ: তিনি (আল্লাহ্) আপন অদৃশ্য বিষয়কে কারো নিকট প্রকাশ করেন না, কিন্তু রসূলের মধ্যে যাঁকে তিনি পছন্দ করেন। (খাযিন)

টীকা-৫৩০. এ'তে তাঁর মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আর 'কুরসী' দ্বারা হয়ত তাঁর জ্ঞান ও কুদরত বুঝানো হয়েছে অথবা 'আরশ' অথবা সেটাই যা আরশের নীচে ও সপ্ত আকাশের উপরে অবস্থিত। আর এটাও হতে পারে যে, এটা হচ্ছে- যা 'ফালাকুল বুরূজ' (নভোঃমণ্ডল) নামে প্রসিদ্ধ।

টীকা-৫৩১. এ'তে আয়াতের মধ্যে 'ইলাহিয়্যাত' বা 'খোদাতাত্ত্বিক জ্ঞান'-এর উচ্চ পর্যায়ের বিষয়াদির বিবরণ রয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিরাজমান, ইলাহিয়্যাতে একক, চিরঞ্জীব, আপন সত্তা ব্যতীত অন্য সব কিছুরই স্রষ্টা। বিশেষ স্থান জুড়ে থাকা এবং কোন কিছুর মধ্যে

প্রবেশ করা থেকে পবিত্র এবং পরিবর্তন ও ক্ষয়প্রাপ্তি থেকে মুক্ত। না কেউ তাঁর সাথে সাদৃশ্যময়, না সৃষ্টির কোন পরিবর্তনশীল অবস্থা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে। জড়-জগত ও ফিরিশ্‌তা-জগতের মালিক, মূল ও শাখা-প্রশাখার অস্তিত্বদাতা, কঠোরভাবে পাকড়াওকারী, যাঁর সামনে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যতীত কেউ শাফা'আতের জন্য ওষ্ঠ নড়াতে পারেনা। সমস্ত বস্তু সম্পর্কে অবহিত- প্রকাশ্যেরও, অপ্রকাশ্যেরও; সামগ্রিকেরও, আংশিকেরও। তাঁর রাজ্য ও শক্তি ব্যাপক। কারো উপলব্ধি, কল্পনা এবং অনুধাবনের বহু উর্দ্ধে।

টীকা-৫৩২. আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পর لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (দ্বীনের মধ্যে কোন জোর-জবরদস্তী নেই) এরশাদ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখন একজন বিবেকবান লোকের জন্য সত্যকে গ্রহণ করে নেয়ার বেলায় চিন্তা-ভাবনা করার কোন কারণ বাকী থাকেনি।

টীকা-৫৩৩. এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফিরদের জন্য সর্বপ্রথম তাদের 'কুফর' থেকে তাওবা ও সেটার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা অপরিহার্য। এর পর ঈমান আনলে তা বিশুদ্ধ হয়।

২৫৬. কোন জোর জবরদস্তী নেই (৫৩২) ধর্মের মধ্যে; নিশ্চয় খুবই স্পষ্ট হয়েছে সত্য পথ ভ্রান্তি থেকে। সুতরাং যে শয়তানকে অমান্য করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে (৫৩৩), সে এমন এক মজবুত গ্রন্থি ধারণ করেছে, যা কখনো খোলার নয়; এবং আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৫৭. আল্লাহ্ অভিভাবক মুসলমানদের, তাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে (৫৩৪) আলোর দিকে বের করে আনেন এবং কাফিরদের সাহায্যকারী হচ্ছে শয়তান। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকার রাশির দিকে বের করে নিয়ে যায়। এরাই দোযখবাসী। এদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

রুকূ' - পঁয়ত্রিশ

২৫৮. হে মাহবূব! আপনি কি দেখেন নি তাকে, যে ইব্রাহীমের সাথে বিতর্ক করেছিলো তাঁর প্রতিপালক সম্বন্ধে, এর উপর (৫৩৫) যে, আল্লাহ্ তাকে বাদশাহী দিয়েছেন (৫৩৬)? যখন ইব্রাহীম বললো, 'আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান (৫৩৭)।' সে বললো, 'আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই (৫৩৮)।'

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ

টীকা-৫৩৪. 'কুফর' ও 'গোমরাহী' থেকে 'ঈমান' ও 'হিদায়ত'-এর আলোকে

টীকা-৫৩৫. দম্ভ ও অহংকারবশতঃ।

টীকা-৫৩৬. এবং সমগ্র পৃথিবীর সালতানাত দান করেছেন। এজন্য সে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করার পরিবর্তে অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ করলো এবং প্রতিপালক হবার দাবী করতে লাগলো। তার নাম ছিলো-নমরূদ ইবনে কিন'আন। সর্বপ্রথম সে-ই মাথায় মুকুট পরিধানকারী ছিলো। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম তাকে খোদার ইবাদতের দিকে আহ্বান করলেন, হয়ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবার পূর্বে কিংবা তারপর। তখন সে বলতে লাগলো, "তোমার প্রতিপালক কে, যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছো?"

টীকা-৫৩৭. অর্থাৎ দেহসমূহের মধ্যে মৃত্যু ও প্রাণ সৃষ্টি করেন।

খোদাকে চিনেনা এমন একজন লোকের জন্য এটা একটা উৎকৃষ্টতম পথ-নির্দেশনা ছিলো এবং এতে বলা হয়েছিলো যে, স্বয়ং তোমার জীবনই তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষী। কারণ, তুমি এক ফোঁটা প্রাণহীন বীর্য ছিলে। যিনি সেটাকে মানুষের আকৃতি দিয়েছেন এবং জীবন দান করেছেন, তিনিই মহান প্রতিপালক। আর জীবন ধারণের পর পুনরায় জীবিত দেহসমূহে যিনি মৃত্যু ঘটান, তিনিই পরওয়ারদিগার। তাঁর কুদরতের সাক্ষ্য খোদ তোমার নিজের মৃত্যু ও জীবনের মধ্যেই রয়েছে। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাওয়া পূর্ণ মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যই।

এই প্রমাণ এমনই মজবুত ছিলো যে, সেটার জবাব নমরূদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি এবং সমবেত জনতার সম্মুখে তাকে লা-জওয়াব ও লজ্জিত হতে হবে ভেবে সে তর্কের বক্র পথকেই বেছে নিলো।

টীকা-৫৩৮. নমরূদ দু'জন লোককে হাযির করলো। তাদের একজনকে হত্যা করলো আর অপর জনকে ছেড়ে দিলো এবং বলতে লাগলো, "আমিও জীবিত রাখি ও মৃত্যু ঘটাই।" অর্থাৎ কাউকে গ্রেফতার করে ছেড়ে দেয়া তাকে জীবন দান করা! এটা তার চরম নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ উক্তি ছিলো। কোথায় কতল করা ও ছেড়ে দেয়া আর কোথায় মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করা! নিহত ব্যক্তিকে জীবন দান করতে অক্ষম থাকা এবং এর স্থলে জীবিত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়াকে জীবন দান করা বলে আখ্যায়িত করাই তার লাঞ্ছনার জন্য যথেষ্ট ছিলো। বিবেকবানদের নিকট তা থেকেই একথা সুস্পষ্ট হলো যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) যে প্রমাণ দাঁড় করেছেন সেটাই অকাট্য। সেটার খণ্ডন করা মোটেই সম্ভবপর নয়।

কিন্তু যেহেতু নমরূদের জবাবের মধ্যে দাবীর আভাষ পাওয়া যায়, সেহেতু হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম সেটার উপর তাকে তর্কযোদ্ধা সুলভ পাকড়াও করে বললেন, "মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করা তো তোমার ক্ষমতাভুক্ত নয়। হে রাবূবিয়াতের মিথ্যা দাবীদার! তুমি তদপেক্ষা সহজ কাজটা করে দেখাও, যা

হচ্ছে একটা গতিময় দেহের গতিরই পরিবর্তন করা মাত্র।"

টীকা-৫৩৯. এটাও করতে পারোনি। কাজেই, রাবূবিয়্যাতের দাবীই বা কোন্ মুখে করছো?

মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা 'ইলমে কালাম' ★ (কালাম-শাস্ত্র)-এ 'মুনাযারাহ্' (তর্কযুদ্ধ) করার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

টীকা-৫৪০. অধিকাংশের মতানুসারে, এ ঘটনা হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালামেরই। আর 'জনপদ' দ্বারা 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' বুঝানো হয়েছে।

যখন 'বোখ্‌তে নাস্‌র' বাদশাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ধ্বংস করলো আর বনী ইস্রাঈলকে হত্যা করলো, গ্রেফতার করলো এবং ধ্বংস করে ফেললো, অতঃপর হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালাম সেখানে উপনীত হলেন। তখন তাঁর সাথে ছিলো এক পাত্র খেজুর ও এক পেয়ালা আঙ্গুরের রস।

তিনি একটা গাধার পিঠে সাওয়ার ছিলেন। সমগ্র জনপদ ঘুরে ফিরে দেখলেন, কোন মানুষ-জনের দেখা পেলেন না। বস্তির ইমা'রতসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত দেখলেন। সুতরাং তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (অর্থাৎ আল্লাহ্ কীভাবে এ বস্তিকে সেটার মৃত্যুর পর জীবিত করবেন!)

অতঃপর তিনি তাঁর আরোহণের গাধাটা সেখানে বেঁধে রাখলেন এবং বিশ্রামরত হলেন। এমতাবস্থায় তাঁর রূহ কব্জ করে নেয়া হলো আর গাধাটাও মরে গেলো। এটা সকাল বেলার ঘটনা। এর সত্তর বছর পর আল্লাহ তা'আলা পারস্যের বাদশাহ্‌দের মধ্য থেকে একজন বাদশাহ্‌কে বিজয় দান করলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' পৌঁছলেন এবং সেটাকে পূর্বাপেক্ষাও উত্তমরূপে আবাদ করলেন আর বনী ইস্রাঈলের যেসব লোক বেঁচে ছিলো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় সেখানে নিয়ে এলেন। তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও সেটার চতুষ্পার্শ্বে তাদের বসতি স্থাপন করলো এবং তাদের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো।

সে যুগে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালামকে দুনিয়াবাসীদের চোখের অন্তরালে রাখলেন। কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি। যখন তাঁর ওফাতের পর একশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জীবিত করলেন। প্রথমে চক্ষুদ্বয়ে প্রাণ আসলো। তখনো সারা শরীর প্রাণহীন ছিলো। তাও তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত করা হলো। এ ঘটনা অপরাহ্নে সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণেই সংঘটিত হলো।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করলেন, "তুমি এখানে কতদিন অবস্থান করলে?" তিনি অনুমান করে আরয করলেন, "একদিন অথবা কিছু কম।' তাঁর মনে হলো যে, সেটা ঐ দিনেরই বিকেল বেলা, যেদিন সকালে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এরশাদ করলেন, "বরং তুমি শত বছর অবস্থান করেছো। আপন খাদ্য ও পানীয় অর্থাৎ খেজুর ও আঙ্গুর-রসের প্রতি লক্ষ্য করো; তা অবিকৃতই রয়েছে। তাতে দুর্গন্ধ পর্যন্ত আসেনি। আর নিজ গাধার প্রতি দেখো।" দেখলেন, সেটা ছিলো মৃত গলিত। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বিক্ষিপ্ত ছিলো। অস্থিগুলোর শুভ্রতা চমকাচ্ছিলো। তাঁরই চোখের সামনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হলো। সেগুলো আপন আপন স্থানে এসে জড়ো হলো। অস্থিগুলোর উপর মাংস ভরে উঠলো। মাংসের উপর চামড়া আসলো, লোম গজালো। অতঃপর তাতে রূহ ফুঁকলো। সেটা উঠে দাঁড়ালো এবং ডাক হাঁকতে আরম্ভ করলো।

সূরা ঃ ২ বাক্বারা ৯৬ পারা ঃ ৩

قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا
مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

ইব্রাহীম বললো, 'অতঃপর আল্লাহ্ সূর্য উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে এসো (৫৩৯)! অতঃপর হতবুদ্ধি হয়ে গেলো কাফির এবং আল্লাহ্ সৎপথ দেখান না অত্যাচারীদেরকে।

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ

২৫৯. অথবা, ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অতিক্রম করলো একটা জনপদের উপর দিয়ে (৫৪০)

মানযিল – ১

তিনি (হযরত ওযায়র) আল্লাহ তা'আলার কুদরত প্রত্যক্ষ করলেন আর বললেন, "আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু করতে পারেন।" অতঃপর তিনি ঐ সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে আপন মহল্লায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। পবিত্র মাথার চুল ও দাড়ি মুবারক সাদা ছিলো। বয়স ছিলো ঐ চল্লিশ বছর। কেউ তাঁকে চিনতে পারলোনা। তিনি অনুমান করে আপন বাসস্থানে পৌঁছলেন। সেখানে একজন দুর্বল বৃদ্ধা দেখতে পেলেন, তার পা গুলো অকেজো ছিলো। সে দৃষ্টি শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলো। সে তাঁর ঘরের দাসী ছিলো। তাঁকে সে দেখেছিলো।

তিনি তাকে (বৃদ্ধা) বললেন, "এটা কি ওযায়রের বাসস্থান?" সে বললো, "হাঁ।" তিনি বললেন, "ওযায়র কোথায়?" বললো, "তিনি নেই, হারিয়ে গেছেন আজ একশ বছর গত হয়েছে।" একথা বলে সে খুব কান্নাকাটি করলো। তিনি বললেন, "আমি ওযায়র।" সে বললো, "সুব্‌হানাল্লাহ! তা কীভাবে হতে পারে?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে একশ বছর মৃতাবস্থায় রেখেছেন অতঃপর পুনর্জীবিত করেছেন।" সে বললো, "হযরত ওযায়র 'মুস্তাজাবুদ্দা'ওয়াত' ছিলেন। তিনি যা দো'আ করতেন, আল্লাহ্‌র দরবারে তা কবূল হতো। আপনিও দো'আ করুন যেন আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাই, যা'তে আমি আপন চোখেই আপনাকে দেখতে পারি।" তিনি দো'আ করলেন। সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলো। তিনি তার হাত ধরে বললেন, "উঠ! আল্লাহর নির্দেশে।" একথা বলতেই তার বিকল পা-দু'টি সুস্থ হয়ে গেলো। সে তাঁকে দেখতেই চিনতে পারলো আর বললো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে ওযায়র।"

সে তাঁকে বনী ইস্রাঈলের মহল্লায় নিয়ে গেলো। সেখানে এক মজলিসে তাঁর সন্তান উপস্থিত ছিলেন; যাঁর বয়স একশ আঠার বছর ছিলো। তাঁর পৌত্ররাও

★ **'ইলমে কালাম' এর সংজ্ঞাঃ ইউনানী তর্ক শাস্ত্রের পরিবর্তে মুসলিম মনীষীগণ তার মুকাবিলায় ক্বোরআন, হাদীস ও ইজমা ভিত্তিক যে যুক্তি শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন সেটার নামই 'ইলমুল কালাম।'**

ছিলো, যারা বার্ধক্যে পৌঁছেছিলো। বৃদ্ধা মজলিসে আহ্বান করে বললো, "ইনি হযরত ওযায়র তাশরীফ এনেছেন।" মজলিসে উপস্থিত লোকজন অস্বীকার করলো। সে (বৃদ্ধা) বললো, "আমাকে দেখো! তাঁরই দো'আয় আমি (সুস্থ হয়ে) এমতাবস্থায় এসেছি।"

লোকেরা উঠে তাঁর নিকট এলো। তাঁর সন্তান বললেন, "আমার সম্মানিত পিতার দু'স্কন্ধের মধ্যভাগে কালো চুলের একটা 'চন্দ্রাকৃতি' শোভা পেতো।" শরীর মুবারক খুলে দেখানো হলো। তখন সেটা পাওয়া গেলো।

সেই যুগে তাওরীতের কোন কপি ছিলোনা। সেটার জ্ঞানসম্পন্ন তখন কেউ মওজুদ ছিলোনা। তিনি সমগ্র তাওরীত মুখস্ত পড়ে শুনালেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, "আমি আমার পিতার নিকট জানতে পেরেছি যে, 'বোখ্‌তে নাস্‌র'-এর যুলুম-অত্যাচারের পর গ্রেফতারীর যুগে আমার দাদা তাওরীত একস্থানে দাফন করেছিলেন। সেটার ঠিকানা আমার জানা আছে। ঐ স্থানে তালাশ করার পর তাওরীতের ঐ দাফনকৃত কপি উদ্ধার করা হলো। আর হযরত ওযায়র (আলায়হিস্ সালাম) আপন স্মৃতির সাহায্যে যেই তাওরীত লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন সেটার সাথে মিলিয়ে দেখা হলো। উভয়ের মধ্যে একটা অক্ষরেরও পার্থক্য ছিলোনা। (জুমাল)

এবং তা ভেঙ্গে পড়েছিলো সেগুলোর ছাদসমূহের উপর (৫৪১)। বললো, 'সেটাকে কীভাবে জীবিত করবেন আল্লাহ্ সেটার মৃত্যুর পর?' অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে মৃত রাখলেন একশ বছর। তারপর পুনর্জীবিত করে দিলেন। বললেন, 'তুমি এখানে কতোকাল অবস্থান করলে?' আরয করলো, 'সম্ভবতঃ পূর্ণ দিন অথবা কিছু কম।' তিনি বললেন, 'না, তোমার উপর একশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং আপন খাদ্য-পানীয়ের প্রতি দেখো, এখনো পর্যন্ত দুর্গন্ধময় হয়নি; এবং আপন গাধার প্রতি তাকাও (যে, সেটার অস্থিগুলো পর্যন্ত সঠিক অবস্থায় থাকেনি!) এবং এটা এজন্য যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন করবো; এবং ঐ অস্থিগুলোর প্রতি দেখো, কিভাবে সেগুলোর উত্থান প্রদান করি, অতঃপর সেগুলোকে মাংসাবৃত করি।' যখন এ ঘটনা তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, (তখন) বললেন, 'আমি খুব ভালভাবে জানি যে, আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।'

وَّهِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰی عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰی یُحْیٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰی طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰی حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَی الْعِظَامِ كَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

২৬০. এবং যখন আরয করলো ইব্রাহীম (৫৪২), 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবে।' এরশাদ করলেন, 'তোমার কি নিশ্চিত বিশ্বাস নেই (৫৪৩)?' আরয করলো, 'নিশ্চিত বিশ্বাস কেন থাকবেনা! কিন্তু আমি এই চাই যে, আমার অন্তরে প্রশান্তি এসে যাক (৫৪৪)।'

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِیْ ؕ

টীকা-৫৪১. অর্থাৎ প্রথমে ছাদসমূহ পতিত হলো, অতঃপর সেগুলোর উপর দেয়ালসমূহ ধ্বসে পড়লো।

টীকা-৫৪২. মুফাস্‌সিরগণ লিখেছেন যে, সমুদ্রের নিকটে একটা লোক মৃতাবস্থায় পড়ে ছিলো। জোয়ার ভাটায় সমুদ্রের পানি উঠানামা করছিলো। পানি যখন ফুলে উঠতো তখন মৎস্যগুলো ঐ লাশের মাংস খেতো। আর ভাটা পড়লে অরণ্যের পশুরা ভক্ষণ করতো। পশুগুলো চলে গেলে পক্ষীরা এসে খেতো। হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) তা প্রত্যক্ষ করলেন। তখন তাঁর মনে এ আকাংখা জন্মালো যে, তিনি দেখবেন, মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হয়।

তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, "হে প্রতিপালক! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, তুমি মৃতদেরকে জীবিত করবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সামুদ্রিক প্রাণী ও অরণ্যের পশুর পেট এবং পক্ষীর উদরসমূহ থেকে একত্রিত করবে। কিন্তু আমি এ আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখার আরজু রাখি।"

মুফাস্‌সিরগণের একটা অভিমত এটাও যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে আপন 'খলীল' (ঘনিষ্ট বন্ধু) পদে অধিষ্ঠিত করলেন, তখন 'মালাকুল মওত' (হযরত আযরাঈল আলায়হিস সালাম) রব্বুল ইয্‌যাত আল্লাহর অনুমতি নিয়ে তাঁকে এ সুসংবাদ দিতে এলেন। তিনি সুসংবাদ শুনে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করলেন আর মালাকুল মওতকে বললেন, "এ খলীল হবার চিহ্ন কি?" তিনি আরয করলেন, "তা হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দো'আ কবূল করবেন, আপনার প্রার্থনাক্রমে মৃতকে জীবিত করবেন।" তখন তিনি এ প্রার্থনা করেছিলেন। (খাযিন)

টীকা-৫৪৩. আল্লাহ্ তা'আলা দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের পূর্ণ ঈমান ও ইয়াক্বীন সম্পর্কে তিনি জানেন। এতদ্‌সত্ত্বেও 'তোমার কি এ'তে পূর্ণ বিশ্বাস নেই' বলে প্রশ্ন করা এ জন্য যে, শ্রোতাগণ প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে। আর তারা জেনে নেবে যে, এ প্রশ্নটা কোন সন্দেহের ভিত্তিতে ছিলোনা। (বায়যাভী ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৫৪৪. এবং অপেক্ষাজনিত অস্থিরতা দূরীভূত হোক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, অর্থ হলো, এ চিহ্ন দ্বারা আমার অন্তর প্রশান্ত হোক যে, তুমি আমাকে 'খলীল' পদে উন্নীত করেছো!

টীকা-৫৪৫. যাতে ভাল মতে পরিচয় হয়ে যায়।

টীকা-৫৪৬. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম চারটা পাখী নিলেন- ময়ূর, মোরগ, কবুতর ও কাক। সেগুলোকে আল্লাহ্র নির্দেশে যবেহ করলেন। সেগুলোর পালকগুলো উপড়ে ফেললেন। আর 'ক্বীমা' বানিয়ে সেগুলোর দেহাংশগুলো পরস্পর মিশ্রিত করে দিলেন। অতঃপর এ মিশ্রিত অঙ্গগুলো কয়েকাংশে বিভক্ত করলেন। একেক অংশ একেকটা পর্বতে রাখলেন। কিন্তু সবকটির মাথা নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখলেন। অতঃপর বললেন, "চলে এসো! আল্লাহ্র নির্দেশে।" এটা বলতেই অংশগুলো উড়লো এবং প্রত্যেক পাখীর অংশগুলো পৃথক পৃথক হয়ে আপন আপন বিন্যাসে একত্রিত হলো; আর পাখীগুলো পায়ের উপর ভর করে দৌড়াতে দৌড়াতে হাযির হলো এবং আপন আপন মস্তকের সাথে মিলিত হয়ে অবিকল পূর্বের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ হয়ে উড়ে গেলো। **সুব্হানাল্লাহ্!**

টীকা-৫৪৭. চাই ব্যয় করা ওয়াজিব হোক, কিংবা নফল; পূণ্যের সমস্ত দরজাকেই শামিল করে- চাই কোন শিক্ষার্থীকে কিতাব খরিদ করে দেয়া হোক, কিংবা কোন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক, অথবা মৃতদের রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য তৃতীয়, দশম, বিংশতিতম ও চল্লিশতম দিবসের ফাতিহাখানির পন্থায় মিস্কীনদেরকে খানা খাওয়ানো হোক।

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى
كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ
ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ
أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

এরশাদ করলেন, 'তবে আচ্ছা! চারটা পাখী নিয়ে তোমার সাথে নেড়েচেড়ে নাও (৫৪৫)। অতঃপর সেগুলোর একেক খণ্ড প্রতিটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, অতঃপর সেগুলোকে আহ্বান করো, সেগুলো তোমার নিকট চলে আসবে নিজ পায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে (৫৪৬); এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ' – ছয়ত্রিশ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ
مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَن
يَشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾
الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا
أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ
أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
مِّن صَدَقَةٍ

২৬১. তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে (৫৪৭) সেই শস্য-বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ (৫৪৮)। প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকণা (৫৪৯); এবং আল্লাহ্ তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়।

২৬২. ঐসব লোক, যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে (৫৫০), অতঃপর ব্যয় করার পর না খোঁটা দেয়, না ক্লেশ দেয় (৫৫১), তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন আশংকা না আছে কিছু দুঃখ।

২৬৩. ভালোকথা বলা এবং ক্ষমা করা (৫৫২) সেই সাদ্ক্বাহ্ অপেক্ষা শ্রেয়তর,

টীকা-৫৪৮. উৎপাদনকারী হচ্ছেন, বাস্তবিকপক্ষে, আল্লাহ্ তা'আলাই। শস্য-বীজের প্রতি এর সম্পর্ক রূপকভাবে।

মাস্আলাঃ এ থেকে জানা যায় যে, রূপক সম্পর্ক জায়েয বা বৈধ, যখন সম্পর্ক রচনাকারী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ক্ষমতা প্রয়োগে (খোদার ন্যায়) স্বাধীন বলে বিশ্বাস না করে থাকে। এ জন্য এটা বলা জায়েয যে, এ ঔষধটা উপকারী, এটা অপকারী, এটা ব্যথা অপসারণকারী, মাতাপিতা লালন-পালন করেছেন, আলেম পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন, বুযর্গগণ প্রয়োজন মিটিয়েছেন ইত্যাদি। সবটিতে সম্পর্ক রূপক। আর মুসলমানদের বিশ্বাসে প্রকৃত কর্তা শুধু আল্লাহ্ই; অন্য সবটিই মাধ্যম মাত্র।

টীকা-৫৪৯. সুতরাং একটা শস্য বীজ থেকে সাতশ শস্য কণা হয়ে গেলো। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে তার প্রতিদান সাতশ গুণ হয়ে যায়।

টীকা-৫৫০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত ওসমান গণী ও হযরত আবদুর রহমান ইব্নে 'আওফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাবূক যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যবাহিনীর জন্য এক হাজার উট সামগ্রী সহকারে দান করেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্নে 'আওফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চার হাজার দিরহাম সাদক্বাহ্ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করলেন আর আরয করলেন- "আমার নিকট সর্বমোট আট হাজার দিরহাম ছিলো। এর অর্ধেক আমার নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য রেখেছি এবং বাকী অর্ধেক আল্লাহ্র রাস্তায় হাযির করলাম।" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যা তুমি দিয়েছো এবং যা তুমি রেখেছো আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের মধ্যে বরকত দান করুন!"

টীকা-৫৫১. খোঁটা দেয়াতো এটাই যে, দেয়ার পর অন্যান্যদের সামনে প্রকাশ করা- 'আমি তোমার প্রতি এমন এমন দয়া করেছি।' আর সেটাকে ম্লান করে ফেলা এবং 'ক্লেশ দেয়া' হলো তাকে- এই বলে লজ্জা দেয়া-' তুমি গরীব ছিলে, রিক্ত হস্ত ছিলে, অক্ষম ছিলে, অকেজো ছিলে; আমি তোমার খবরাখবর নিয়েছি।' কিংবা অন্যভাবে চাপ সৃষ্টি করা। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা-৫৫২. অর্থাৎ যদি ভিক্ষুককে কিছু না দেয়া হয় তবে তার সাথে ভালো কথা বলা এবং মিষ্ট ভাষায় জবাব দেয়া, যাতে সে অসন্তুষ্ট না হয়। আর যদি সে বারবার ভিক্ষা চাইতে থাকে কিংবা কিছু মন্দও বলে ফেলে তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

টীকা-৫৫৩. লজ্জা দিয়ে কিংবা উপকারের খোঁটা দিয়ে কিংবা অন্য কোনরূপ ক্লেশ পৌঁছিয়ে।

টীকা-৫৫৪. অর্থাৎ যেভাবে মুনাফিকদের উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা' হয়না; তারা আপন সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে বিনষ্ট করে ফেলে, অনুরূপভাবে তোমরা উপকারের খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে স্বীয় দানকে নিষ্ফল করোনা।

টীকা-৫৫৫. এটা হচ্ছে লোক দেখানো মনোভাব সম্পন্ন মুনাফিকদের কর্মের উপমা যে, যেমন পাথরের উপর মাটি দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু বৃষ্টির পানিতে সব ধুয়ে গিয়ে স্রেফ পাথরই থেকে যায়, তেমনি অবস্থা মুনাফিকের কর্মেরও। কারণ, বাহ্যিকভাবে প্রত্যক্ষকারীগণ মনে করে যে, সেটা তার আমল (সৎকর্ম)। আর ক্বিয়ামত-দিবসে সেসব আমল বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সেগুলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছিলোনা।

যার পর ক্লেশ দেয়া হয় (৫৫৩) আর আল্লাহ্ বেপরোয়া (অভাবমুক্ত), সহনশীল।

২৬৪. হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিওনা খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে (৫৫৪) সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আপন ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত-দিবসের উপর ঈমান রাখেনা। সুতরাং তার উপমা এমনই, যেমন একটা মসৃণ পাথর যার উপর মাটি রয়েছে, এখন সেটার উপর প্রবল বারিপাত হলো, যা সেটাকে শুধু পাথর করে ছাড়লো (৫৫৫)। (তারা) আপন উপার্জন থেকে কোন জিনিষই (তাদের) আয়ত্বে পাবে না। আর আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

২৬৫. এবং তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রত্যাশার মধ্যে ব্যয় করে এবং নিজেদের আত্মা দৃঢ় করণার্থে (৫৫৬), সেই বাগানের ন্যায়, যা কোন উচ্চ ভূমির উপর (অবস্থিত), সেটার উপর প্রবল বারিপাত হলো, এর ফলে দ্বিগুণ ফলমূল জন্মায়। অতঃপর যদি প্রবল বারিপাত না হয় তবুও শিশিরই যথেষ্ট (৫৫৭)। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন (৫৫৮)।

২৬৬. তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে (৫৫৯) যে, তার নিকট একটা বাগান থাকবে খেজুর ও আঙ্গুরের (৫৬০), যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, যাতে সব ধরণের ফলমূল থাকে (৫৬১) এবং সে বার্ধক্যে উপনীত হয় (৫৬২) এবং তার কর্মাক্ষম (দুর্বল) সন্তান-সন্ততি থাকে (৫৬৩), অতঃপর আপতিত হলো এর উপর এক ঘূর্ণিঝড়, যার মধ্যে ছিলো আগুন,

يَتْبَعُهَآ اَذًى ۭ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۝

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا
صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ
يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاۗءَ النَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ
فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ
تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ
صَلْدًا ۭ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰي شَيْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوْا ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ
ابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا
مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ
بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ
اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطَلٌّ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ
جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ
الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاۗءُ ښ
فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ

টীকা-৫৫৬. আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার উপর।

টীকা-৫৫৭. এটা নিষ্ঠাবান মু'মিনের আমলসমূহের একটা উদাহরণ। অর্থাৎ যেভাবে উচ্চভূমির উত্তম জমির বাগানে সর্বাবস্থায় অধিক ফলমূল জন্মায়- চাই বৃষ্টি কম হোক কিংবা বেশী; অনুরূপভাবে নিষ্ঠাবান মু'মিনের দানও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ই- চাই কম হোক কিংবা বেশী, আল্লাহ্ তা'আলা সেটাকে বৃদ্ধি করেন।

টীকা-৫৫৮. এবং তোমাদের নিয়ত ও নিষ্ঠা সম্পর্কে অবগত।

টীকা-৫৫৯. অর্থাৎ কেউ পছন্দ করবে না। কেননা, এ কথা কোন বিবেকবানের পছন্দ করার যোগ্য নয়।

টীকা-৫৬০. যদিও এ বাগানের মধ্যে নানা ধরণের বৃক্ষ থাকে, কিন্তু খেজুর ও আঙ্গুরের উল্লেখ এজন্যই করেছেন যে, এগুলো উৎকৃষ্ট ফল।

টীকা-৫৬১. অর্থাৎ সে বাগান আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক ও উপকারী এবং উৎকৃষ্ট সম্পত্তিও।

টীকা-৫৬২. যা প্রয়োজনেরই সময় এবং মানুষ এ সময় উপার্জনের উপযোগী থাকেনা।

টীকা-৫৬৩. যারা উপার্জনের উপযোগী নয় এবং তাদের লালন-পালনের প্রয়োজন হয়। মোটকথা, সময় চরম প্রয়োজনের এবং নির্ভর শুধু বাগানের উপরই। আর বাগানও অতীব উৎকৃষ্ট।

টীকা-৫৬৪. সেই বাগানতো তখন তার কেমন চরম দুঃখ-বিষাদ, আফসোস এবং নৈরাশ্যের কারণ হবে? এ অবস্থা তারই, যে সৎ কার্যাদি তো করেছে কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং সে এ ধারণায় থাকে যে, তার নিকট পূণ্যের ভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু যখন চরম প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন আসবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা সে কর্মসমূহকে অগ্রাহ্য করবেন তখন তার কতোই দুঃখ ও কতো অনুশোচনা হবে!

একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবা কেরামকে বললেন, "আপনাদের জানা মতে এ আয়াত শরীফ কোন্ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে?" হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বললেন, "এটা উদাহরণ একজন ধনশালী ব্যক্তির জন্য, যে সৎ কাজ করতে অভ্যস্ত। অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায়

পথভ্রষ্ট হয়ে আপন সব সৎকর্মকে নিষ্ফল করে ফেলে।" (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৫৬৫. এবং বুঝে নাও যে, দুনিয়া ধ্বংসশীল আর শেষ পরিণতি আবশ্যম্ভাবী।

টীকা-৫৬৬. মাস্আলাঃ এ থেকে উপার্জনের বৈধতা এবং ব্যবসার পণ্য-সামগ্রীর মধ্যে যাকাৎ প্রমাণিত হয়। (খাযিন ও মাদারিক) এটাও হতে পারে যে, আয়াত শরীফ নফল ও ফরয উভয় প্রকার সাদক্বাহর ক্ষেত্রে ব্যাপক। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

টীকা-৫৬৭. চাই তা ফসল হোক কিংবা ফলমূল অথবা খনিসমূহ ইত্যাদি।

টীকা-৫৬৮. শানে নুযূলঃ কেউ কেউ নিকৃষ্ট মাল সাদক্বাহরূপে প্রদান করতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

فَاخْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾

এভাবেই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা ধ্যান দাও (৫৬৫)।

রুকূ' - সাঁইত্রিশ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

২৬৭. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র উপার্জনসমূহ থেকে কিছু দান করো (৫৬৬) এবং তা থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করেছি (৫৬৭) আর নিছক নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করোনা যে, তা থেকে প্রদান করবে (৫৬৮) এবং তোমরা পেলে গ্রহণ করবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত চক্ষু বন্ধ না করো। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ বেপরোয়া, প্রশংসিত।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায় (৫৬৯) দারিদ্রের এবং নির্দেশ দেয় লজ্জাহীনতার (৫৭০) এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের (৫৭১); আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়।

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

২৬৯. আল্লাহ্ হিকমত প্রদান করেন (৫৭২) যাকে চান, যে ব্যক্তি হিকমত পেয়েছে সে প্রভূত কল্যাণ পেয়েছে এবং উপদেশ মানেনা কিন্তু বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা।

وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

২৭০. এবং তোমরা যা ব্যয় করবে (৫৭৩) কিংবা মান্নত করবে (৫৭৪) আল্লাহ্র নিকট সেটার খবর আছে (৫৭৫); এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ

২৭১. যদি দান প্রকাশ্যে করো তবে তা কতোই ভালো কথা, এবং যদি গোপনে অভাবগ্রস্তদেরকে দান করো তবে তা তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম (৫৭৬)।

মাস্আলাঃ 'মুসাদ্দিক্ব' অর্থাৎ: সাদক্বাহ উসুলকারীর উচিৎ যেন তারা মধ্যম মানের মাল নেন- না একেবারে খারাপ, না সর্বোৎকৃষ্ট।

টীকা-৫৬৯. যে, যদি ব্যয় করো এবং সাদক্বাহ দাও তবে গরীব হয়ে যাবে!

টীকা-৫৭০. অর্থাৎ কার্পণ্যের এবং যাকাত ও সাদক্বাহ না দেয়ার। এ আয়াতের মধ্যে এ রহস্য রয়েছে যে, শয়তান যেন কোন মতেই কার্পণ্যের (বানোয়াট) উপকারিতা অন্তরে রেখাপাত করাতে না পারে। এ কারণে সে এটাই করে যে, ব্যয় করলে গরীব হয়ে যাবার আশংকা দেখিয়ে তাদেরকে বাধা দেয়। আজকাল যারা দান করার পথ রোধ করতে বারংবার চেষ্টা করে তারাও ঐ বাহানাই অবলম্বন করে।

টীকা-৫৭১. সাদক্বাহ্ দেয়ার উপর এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করার উপর।

টীকা-৫৭২. হিকমত দ্বারা হয়ত ক্বোরআন, হাদীস ও ফিক্বহের জ্ঞান বুঝানো উদ্দেশ্য কিংবা 'তাক্বওয়া' অথবা 'নবূয়ত'। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৫৭৩. ভাল কাজে কিংবা মন্দ কাজে

টীকা-৫৭৪. আনুগত্যের কিংবা অবাধ্যতার। মান্নত সাধারণের পরিভাষায়, হাদিয়া এবং উপঢৌকনকে বলা হয় এবং শরীয়তের পরিভাষায় 'মান্নত' হচ্ছে ঈপ্সিত ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন। এ কারণেই যদি কেউ পাপ কাজ করার মান্নত করে তখন তা (মান্নত) বিশুদ্ধ হয় না। মান্নত খাস আল্লাহ্র জন্যে হয়ে থাকে। আর এটাও বৈধ যে, মান্নত আল্লাহ্র জন্যে করবে এবং ওলীর আস্তানার ফকীর-মিসকীনদেরকে সেই মান্নতের ব্যয়স্থল সাব্যস্ত করবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ বললো, "হে প্রতিপালক! আমি মান্নত করলাম যে, যদি তুমি আমার অমুক উদ্দেশ্য পূর্ণ করো কিংবা অমুক অসুস্থকে আরোগ্য দান করো, তবে আমি অমুক ওলীর আস্তানার ফকীর-মিসকীনদেরকে খানা খাওয়াবো কিংবা সেখানকার খাদেমদেরকে টাকা-পয়সা দেবো অথবা তাঁদের মসজিদের জন্য তেল কিংবা চাটাই হাযির করবো।" এ ধরণের মান্নত জায়েয হবে। (রদ্দুল মোহ্তার)

টীকা-৫৭৫. তিনি তোমাদেরকে তার বিনিময় দেবেন।

টীকা-৫৭৬. সাদক্বাহ- চাই ফরয হোক কিংবা নফল, যখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র জন্যেই দেয়া হয় এবং লোক দেখানো থেকে পবিত্র হয়, তখন চাই

প্রকাশ্যভাবে দিক কিংবা গোপনে, উভয়ই উত্তম।

মাস্‌আলাঃ কিন্তু ফরয সাদক্বাহ্ প্রকাশ্যভাবে দেয়া উত্তম এবং নফল সাদক্বাহ গোপনে।

আর যদি নফল সাদক্বাহ্দাতা অন্যান্যদেরকে দান করার প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে প্রকাশ্যভাবে দেয় তবে এ প্রকাশ্যভাবে দেয়াও উত্তম। (মাদারিক)

টীকা-৫৭৭. আপনি সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী ও সৎ পথে আহ্বানকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আপনার ফরয (কর্তব্য) দাওয়াত বা সৎ পথে আহ্বানের উপর শেষ হয়ে যায়। এ থেকে অতিরিক্ত চেষ্টা করা আপনার উপর অপরিহার্য নয়।

শানে নুযূলঃ প্রাক-ইসলামী যুগে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের বিবিধ আত্মীয়তা ছিলো। এ কারণে তাঁরা তাদের সাথে আত্মীয় সুলভ আদান-প্রদান করতেন। মুসলমান হওয়ার পর ইহুদীদের সাথে লেন-দেন করা তাঁদের (মুসলমানদের) কাছে অপছন্দনীয় লাগলো এবং এ কারণে তাঁরা হাত গুটিয়ে নিতে চাইলেন যেন তাদের এ কর্মনীতির ফলে ইহুদীরা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-৫৭৮. কাজেই, অন্যান্যদের উপর এ দানের খোঁটা দিওনা।

وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

এবং এতে তোমাদের কিছু পাপ মোচন হবে এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত।

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

২৭২. তাদেরকে পথ প্রদান করা (হে হাবীব!) আপনার দায়িত্বে অপরিহার্য নয় (৫৭৭)। হ্যাঁ আল্লাহ্ পথ প্রদান করেন যাকে চান, এবং তোমরা যে উত্তম বস্তু দান করো তবে তোমাদেরই মঙ্গল (৫৭৮) এবং তোমাদের ব্যয় করা উচিত নয়, কিন্তু আল্লাহ্রই সন্তুষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং যে সম্পদ দেবে, তোমাদেরকে পুরোপুরি (বিনিময়) দেয়া হবে, কম দেয়া হবে না।

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَـٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

২৭৩. সেই দরিদ্র লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্র পথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে (৫৭৯), ভূপৃষ্ঠে চলতে পারে না (৫৮০)। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী বুঝে থাকে (যাচ্ঞা করা থেকে) বিরত থাকার কারণে (৫৮১)। তুমি তাদেরকে তাদের বাহ্যিক আকৃতি দেখে চিনে নেবে (৫৮২)। (তারা) মানুষের নিকট যাচ্ঞা করেনা যাতে অতি কাকুতি মিনতি করতে হয় এবং তোমরা যা দান করো আল্লাহ্ তা জানেন।

রুকূ' - আটত্রিশ

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

২৭৪. ঐসব লোক, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে (৫৮৩) তাদের জন্য তাদের পূণ্যফল রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের না কোন আশংকা আছে, না কিছু দুঃখ।

টীকা-৫৭৯. অর্থাৎ উল্লেখিত সাদক্বাহসমূহ, যেগুলো আয়াত- وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ -এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যয়ের সর্বোত্তম পাত্র হচ্ছে ঐসব অভাবগ্রস্ত লোক, যারা আপন আত্মাগুলোকে জিহাদ এবং আল্লাহ্র বন্দেগীতে নিবদ্ধ রেখেছেন।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'আহলে সোফ্ফাহ্'র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব হযরতের সংখ্যা চারশতের কাছাকাছি ছিলো। তাঁরা হিজরত করে মদীনা তৈয়্যবাহ্য় হাযির হয়েছিলেন। না এখানে তাঁদের বাসস্থান ছিলো, না আত্মীয়-গোত্র, না এসব হযরত বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের সম্পূর্ণ সময় আল্লাহ্র ইবাদতেই ব্যয় হতো- রাতের বেলায় ক্বোরআন করীম শিক্ষা করা আর দিনের বেলায় জিহাদের কাজে রত অবস্থায়। এ আয়াতে তাঁদের কতিপয় গুণের বিবরণ রয়েছে।

টীকা-৫৮০. কেননা, তাঁদের নিকট দ্বীনী কার্যাবলীর কারণে এতটুকু অবকাশ ছিলোনা যে, তাঁরা চলাফেরা করে কিছু উপার্জন করতে পারতেন।

টীকা-৫৮১. অর্থাৎ যেহেতু তাঁরা কারো নিকট যাচ্ঞা করতেন না, এ কারণে অনবহিত লোকেরা তাঁদেরকে ধনশালী মনে করে।

টীকা-৫৮২. অর্থাৎ তাঁদের স্বভাবে ছিলো বিনয় ও নম্রতা। তাঁদের চেহারাসমূহের উপর দুর্বলতার লক্ষণ রয়েছে। ক্ষুধায় তাঁদের গায়ের রং হলদে বর্ণ ধারণ করেছিলো।

টীকা-৫৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার চূড়ান্ত আগ্রহ পোষণ করে এবং সর্বাবস্থায় ব্যয় করতে থাকে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন তিনি আল্লাহ্র পথে চল্লিশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করেছিলেন- দশ হাজার রাতে, দশ হাজার দিনে, দশ হাজার গোপনে এবং দশ হাজার প্রকাশ্যে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে, এ আয়াত শরীফ হযরত আলী মুরতাদা (কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন তাঁর নিকট শুধু

চার দিরহাম ছিলো; অন্য কিছু ছিলোনা। তিনি এ চারটাই দান করে দিলেন- একটা রাতে, একটা দিনে, একটা গোপনে এবং একটা প্রকাশ্যে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত শরীফে রাতের দানকে দিনের দানের পূর্বে এবং গোপন দানকে প্রকাশ্যে দান করার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গোপনে দান করা প্রকাশ্যে দান করা অপেক্ষা উত্তম।

টীকা-৫৮৪. এ আয়াতে সুদ হারাম হওয়া এবং সুদখোরদের শোচনীয় পরিণতির বিবরণ রয়েছে। সুদকে হারাম করার মধ্যে বহুবিধ হিকমত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১মতঃ সুদের মধ্যে যে বাড়তি গ্রহণ করা হয় তা ধন-সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পদের একটি পরিমাণ– বিনিময় ব্যতিরেকেই নেয়া হয়। এটা সুস্পষ্ট অন্যায়ই।

২য়তঃ সুদের প্রথা ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিনষ্ট করে। কারণ, সুদখোর বিনা পরিশ্রমে অর্থ লাভ করাকে ব্যবসার বিভিন্ন কষ্ট ও ঝুঁকি নেয়া অপেক্ষা বহু গুণ অধিক সহজ মনে করে থাকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের হ্রাস মানুষের সামাজিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾

২৭৫. ঐসব লোক, যারা সুদ খায় (৫৮৪) ক্বিয়ামতের দিন দাঁড়াবেনা, কিন্তু যেমন দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান (জিন) স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে (৫৮৫)। এটা এ জন্য যে, তারা বলেছিলো, 'বেচাকেনাও তো সুদেরই মতো'। আর আল্লাহ্ হালাল করেছেন বেচা কেনাকে এবং হারাম করেছেন সুদকে। সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত রয়েছে, তবে তার জন্য হালাল (বৈধ) যা পূর্বে নিয়েছিলো (৫৮৬); এবং তার কাজ আল্লাহ্রই সোপর্দকৃত (৫৮৭)। আর যারা এখন অনুরূপ কাজ করবে, তারা দোযখবাসী, তারা সেখানে দীর্ঘস্থায়ী হবে (৫৮৮)।

২৭৬. আল্লাহ্ ধ্বংস করেন সুদকে (৫৮৯) এবং বর্ধিত করেন দানকে (৫৯০) এবং আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় নয় কোন অকৃতজ্ঞ, মহাপাপী।

২৭৭. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না কোন শংকা থাকবে, না কিছু দুঃখ।

৩য়তঃ সুদ প্রচলনের কারণে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ যখন মানুষ সুদে অভ্যস্ত হয়, তখন সে কাউকেও 'কর্জেহাসান' (উত্তম কর্জ) দ্বারা সাহায্য করা পছন্দ করেনা।

৪র্থতঃ সুদ দ্বারা মানুষের স্বভাবে পশু অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি হয় এবং সুদখোর ব্যক্তি স্বীয় খাতকের ধ্বংস ও অবনতি কামনা করতে থাকে।

এতদ্ব্যতীতও সুদের মধ্যে আরো বড় বড় ক্ষতি রয়েছে এবং শরীয়তের নিষিদ্ধকরণ স্বয়ং হিকমত সম্মতই।

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদের কার্যনির্বাহক, সুদের কাগজপত্র লেখক এবং এর সাক্ষীগণের উপর লা'নত করেছেন আর এরশাদ করেছেন, "তারা সবাই গুনাহর মধ্যে সমান।"

টীকা-৫৮৫. অর্থ এই যে, যেভাবে জিনগ্রস্ত লোক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা, কাৎচিৎ হয়ে পড়তে পড়তে চলে, ক্বিয়ামত-দিবসে সুদখোরেরও এমন অবস্থা হবে যে, সুদের কারণে তার উদর খুব ভারী এবং বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়বে। আর সে এ বোঝার ভারে বার বার পড়ে যাবে। হযরত সা'ঈদ ইবনে যোবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "এ লক্ষণ সেই সুদখোরের হবে যে সুদকে হালাল জ্ঞান করে।"

টীকা-৫৮৬. অর্থাৎ নিষেধ হবার নির্দেশ নাযিল হবার পূর্বে যা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবেনা।

টীকা-৫৮৭. যা চান নির্দেশ দেবেন, যা চান হারাম ও নিষিদ্ধ করবেন, বান্দার উপর তাঁর আনুগত্য করাই অপরিহার্য।

টীকা-৫৮৮. মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি সুদকে হালাল জ্ঞান করে, সে কাফির– সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক অকাট্য হারামকে হালাল জ্ঞানকারী কাফির।

টীকা-৫৮৯. এবং সেটাকে বরকত থেকে বঞ্চিত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে না সাদ্‌ক্বাহ কবূল করেন, না হজ্জ, না জিহাদ, না অন্য কোন দান (صـ)।"

টীকা-৫৯০. তা বর্ধিত করেন এবং তাতে বরকত দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতে সেটার প্রতিদান ও সাওয়াব বর্ধিত করেন।

টীকা-৫৯১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত সেসব সাহাবীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যাঁরা সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে সুদী লেনদেন করতেন এবং সুদের লেনদেনের বিরাট অংক অন্যান্যদের দায়িত্বে বাকী ছিলো।

এর মধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হবার পর পূর্ববর্তী দাবীও ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব এবং পূর্বে নির্দ্ধারিত সুদও এখন নেয়া জায়েয নয়।

টীকা-৫৯২. এটা হুমকি ও ধমকের ক্ষেত্রে অতিশয়তা ও কঠোরতার শামিল। কার পক্ষে অবকাশ আছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করার কল্পনাও করবে? সুতরাং সে সব সাহাবী নিজেদের সুদী দাবী ছেড়ে দিলেন এবং এ আরয করলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (দঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করার আমাদের কি সাধ্য?" এবং তাওবা করলেন।

২৭৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং ছেড়ে দাও যা বাকী রয়েছে সুদের, যদি মুসলমান হও (৫৯১)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা অনুরূপ না করো, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করে নাও, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের সাথে যুদ্ধের (৫৯২) এবং যদি তোমরা তাওবা করো, তবে নিজেদের মূলধন নিয়ে নাও। না তোমরা কারো ক্ষতি সাধন করবে (৫৯৩), না তোমাদের ক্ষতি হবে (৫৯৪)।

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

২৮০. এবং যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে অবকাশ দাও সচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত। এবং ঋণ তার উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া তোমাদের জন্য আরো কল্যাণকর, যদি জানো (৫৯৫)।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

২৮১. এবং ভয় করো সেদিনকে, যেদিন আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আর প্রত্যেক আত্মাকে তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তাদের উপর যুলুম করা হবে না (৫৯৬)।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

রুকূ' - উনচল্লিশ

২৮২. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একটা নির্দ্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত কোন ঋণের লেনদেন করো (৫৯৭), তখন তা লিখে নাও (৫৯৮) এবং উচিত যেন তোমাদের মধ্যে কোন লিখক ঠিক ঠিক লিখে (৫৯৯) এবং লিখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে যেমন তাকে আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন (৬০০)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

টীকা-৫৯৩. অধিক নিয়ে

টীকা-৫৯৪. মূলধন কমিয়ে

টীকা-৫৯৫. ঋণ গ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত কিংবা গরীব হয়, তবে তাকে অবকাশ দেয়া কিংবা ঋণের অংশ-বিশেষ কিংবা পুরোপুরি ক্ষমা করে দেয়াসহ সাওয়াবের কারণ হয়। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিয়েছে, কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দিয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আপন রহমতের ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁরই ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।"

টীকা-৫৯৬. অর্থাৎ না তাদের পূণ্যসমূহে হ্রাস করা হবে, না মন্দ কার্যাদি বর্ধিত করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এটা সর্বশেষ আয়াত, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। এরপর হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একুশ দিন ইহজগতে তাশরীফ রাখেন। অন্য এক অভিমত অনুসারে নয় রাত এবং আরেক অভিমতে, সাত (রাত)। কিন্তু ইমাম শা'আবী হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, "সবশেষে সুদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে।"

টীকা-৫৯৭. চাই সে কর্জ বিক্রয়ের মাল হোক কিংবা বিনিময় মূল্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, "বায়'ই সালম" (بيع سلم) বুঝানো উদ্দেশ্য।" বায়'ই সালম' হচ্ছে- কোন জিনিষকে অগ্রিম মূল্য নিয়ে বিক্রয় করা হবে, আর বিক্রিত মাল ক্রেতার হাতে সোপর্দ করার জন্য একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হবে। এ ধরনের বেচাকেনা বৈধ হবার জন্য প্রকৃতি, প্রকার, গুণ, পরিমাণ, সময়সীমা, আদায় করার স্থান এবং মূলধনের পরিমাণ- এসব কিছু জানা থাকা পূর্বশর্ত।

টীকা-৫৯৮. এ 'লিখা' মুস্তাহাব। এর উপকার এই যে, ভুল-ভ্রান্তি এবং ঋণ-গ্রহীতার অস্বীকারের আশংকা থাকেনা।

টীকা-৫৯৯. নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি করবে না, না উভয় পক্ষের কারো পক্ষপাতিত্ব করবে।

টীকা-৬০০. মোট কথা হচ্ছে- কোন লেখক যেন লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়। যেমন, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকারনামা লিখার জ্ঞান দান করেছেন, কোন পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন ব্যতিরেকে বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা সহকারে লিপিবদ্ধ করবে। এ 'লেখা' এক অভিমতানুযায়ী, 'ফরয-ই-কিফায়া'। অন্য এক

অভিমতানুযায়ী, ফরয-ই-আইন'- লেখকের অবসর থাকার শর্তে, যে অবস্থায় সে ব্যতীত অন্য কাউকে পাওয়া না যায়। অন্য এক অভিমতানুসারে, 'মুস্তাহাব'। কেননা, এতে মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো এবং জ্ঞানরূপী নি'মাতের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। অপর এক অভিমত হচ্ছে- প্রথমে এ 'লিখা' ফরয ছিলো। অতঃপর لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ দ্বারা তা 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৬০১. অর্থাৎ যদি ঋণ গ্রহীতা বিকৃত-মস্তিষ্ক, অপরিপক্ক বিবেক-সম্পন্ন, নাবালেগ কিংবা 'মৃত্যুন্মুখ বৃদ্ধ' (শায়খ-ই-ফানী) হয় অথবা বোবা হয় কিংবা ভাষা না জানার কারণে আপন দাবীর কথা ব্যক্ত করতে না পারে।

টীকা-৬০২. সাক্ষীর যোগ্যতার ক্ষেত্রে আযাদ ও বালেগ হওয়া, তদ্‌সঙ্গে মুসলমান হওয়া পূর্বশর্ত। কাফিরদের সাক্ষ্য শুধু কাফিরদের পক্ষে গৃহীত।

টীকা-৬০৩. মাস্‌আলাঃ শুধু স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য বৈধ (গৃহীত) নয়; যদিও তাদের সংখ্যা চার হয়। তবে, যেসব বস্তু সম্পর্কে পুরুষ অবহিত হতে পারেনা, যেমন সন্তান প্রসব করা, কুমারী হওয়া এবং স্ত্রীসুলভ দোষ-ত্রুটিসমূহ- এ গুলোতে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।

মাস্‌আলাঃ দণ্ডবিধি ও ক্বিসাসের শাস্তিগুলোর ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। শুধু পুরুষদের সাক্ষ্যই জরুরী। এতদ্ব্যতীত অন্য সব মামলায় একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। (মাদারিক ও আহ্‌মদী)

টীকা-৬০৪. যাঁদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া সম্পর্কে তোমরা অবহিত হও এবং যাঁদের সৎ হওয়ার উপর তোমরা নির্ভর করতে পারো।

টীকা-৬০৫. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে জানাগেলো যে, সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করা ফরয। যখন বিচার-প্রার্থী (বাদী) সাক্ষীদেরকে তলব করে, তখন সাক্ষ্য গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। এটা শাস্তির বিধানসমূহ ছাড়া অন্যসব বিষয়ের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু শাস্তির বিধানসমূহের মধ্যে সাক্ষীর জন্য 'প্রকাশ করা' কিংবা 'গোপন করা'র ইখ্‌তিয়ার থাকে; বরং গোপন করাই উত্তম।

হাদীস শরীফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন। কিন্তু চুরির ক্ষেত্রে মাল লওয়ার সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব; যাতে যার মাল চুরি হয়েছে তার প্রাপ্য নষ্ট না হয়। অবশ্য সাক্ষী এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে যে, সে 'চুরি' শব্দটা উচ্চারণ করবেনা। সাক্ষ্য দেয়ার সময় এতটুকু বলে ক্ষান্ত হবে যে, 'এ মাল অমুক ব্যক্তি নিয়েছে।'

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَ
كِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

সুতরাং সেটা লিখে দেয়া উচিত এবং যার উপর প্রাপ্য বর্তায় সে যেন লিখিয়ে যায় ★ এবং যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যিনি তার প্রতিপালক; এবং প্রাপ্য থেকে কিছু যেন না কমায়। অতঃপর যার উপর প্রাপ্য বর্তায় সে যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় কিংবা লিখাতে না পারে (৬০১) তবে তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লিখিয়ে দেবে এবং দু'জন সাক্ষী করে নাও নিজেদের পুরুষদের মধ্য হতে (৬০২)। অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ না থাকে (৬০৩) তবে একজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রীলোক; এমন সাক্ষী যাদেরকে পছন্দ করো (৬০৪), যাতে স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে যদি একজন ভুলে যায়, তবে সেই একজনকে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সাক্ষীদের যখন ডাকা হয় তখন আসতে যেন অস্বীকার না করে (৬০৫) এবং এটাকে বিরক্তিকর মনে করোনা যে, ঋণ ছোট হোক কিংবা বড় সেটার মেয়াদ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে নেবে। এটা আল্লাহ্‌র নিকট সঠিক ন্যায়ের কথা, এর মধ্যে সাক্ষ্য খুব ঠিক থাকবে এবং এটা এ থেকে নিকটতর যে, তোমাদের সন্দেহের উদ্রেক হবে না; কিন্তু কোন নগদ ব্যবসা হাতে হাতে সম্পন্ন হলে তা না লিখায় তোমাদের উপর গুনাহ্ নেই (৬০৬)। আর যখন বেচাকেনা করো তখন সাক্ষী করে নাও (৬০৭), এবং না কোন লিখককে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে, না সাক্ষীকে (কিংবা না লিখক ক্ষতিগ্রস্ত করবে, না সাক্ষী) (৬০৮)

টীকা-৬০৬. যেহেতু এ অবস্থায় লেন-দেন হয়ে মামলা খতম হয়ে গেছে এবং অন্য কোন আশংকা বাকী থাকেনি। অনুরূপভাবে, এমন ব্যবসাও বেচাকেনা বেশী মাত্রায় চালু থাকে। এমতাবস্থায়, লিখন ও সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য হবে।

টীকা-৬০৭. এটা মুস্তাহাব। কেননা, এর মধ্যে সতর্কতা রয়েছে।

টীকা-৬০৮. يُضَارَّ শব্দের (ক্রিয়াপদ) মধ্যে দু'টি রূপ হতে পারে مجهول (অজ্ঞাত কর্তা বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপ) এবং معروف (জ্ঞাত

★ এ থেকে বুঝা গেলো যে, বিক্রি পত্রে যেন বিক্রেতাই লিপিবদ্ধ করে যে, 'আমি বিক্রি করে নিয়েছি।' ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা লিখবে, "আমি এ পরিমাণ ঋণগ্রহণ করেছি।" ভাড়ার চুক্তিপত্রে ভাড়াটে লিখবে, "আমি অমুক বাড়ী এতটুকু ভাড়ার বিনিময়ে নিয়েছি।" ক্রেতা অথবা ঋণদাতা অথবা ভাড়াদাতা লিখবেনা। মোট কথা, যার উপর প্রাপ্য বর্তায় তারই পক্ষ থেকে লিখা সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য। (তাফসীর-ই-নূরুল ইরফান)

কর্তা বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপ)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা)-এর 'ক্বিরআত' প্রথমোক্তটার এবং হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)-এর 'ক্বিরআত' শেষোক্তটার সমর্থক। প্রথমোক্ত ক্রিয়ারূপের অর্থ হবে- 'লেন-দেনকারীগণ লিখক ও সাক্ষীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনা, এভাবে যে, তাঁরা যদি তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজে মশগুল থাকেন তবুও তাদেরকে বাধ্য করবে এবং তাদেরকে তাদের কাজ থেকে বিরত রাখবে কিংবা লেখার পারিশ্রমিক দেবে না; অথবা সাক্ষীর যাতায়ত খরচ দেবে না- যদি সে অন্য শহর থেকে এসে থাকে।' শেষোক্ত শব্দরূপের অর্থ হবে- 'লিখক ও সাক্ষ্যদাতা লেন-দেনকারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, এভাবে যে, অবসর ও সময়-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আসবেনা কিংবা লেখার বেলায় বিকৃতি বা কমবেশী করবে।'

টীকা-৬০৯. এবং ঋণের প্রয়োজন হয়।

টীকা-৬১০. এবং অঙ্গীকারনামা ও দলীলপত্র লিখার সুযোগ পাওয়া না যায়, তবে আস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য-

টীকা-৬১১. অর্থাৎ, কোন বস্তু ঋণদাতার হাতে বন্ধকরূপে প্রদান করো

মাস্আলাঃ এটা মুস্তাহাব। আর সফরের অবস্থায় 'বন্ধক প্রদান করা' আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং সফর ব্যতীত অন্য অবস্থায় হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেহেতু রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবার মধ্যে আপন 'যিরাহ মুবারক' (বর্ম অথবা যুদ্ধের পোষাক বিশেষ) ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখে বিশ 'সা' ★ যব নিয়েছিলেন।

এবং তোমরা যারা এমন করো, তবে তোমাদের পাপ হবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝

২৮৩. এবং যদি তোমরা সফরে থাকো (৬০৯) এবং লিখক না পাও (৬১০), তবে বন্ধক থাকবে হাতে (অধিকারে) প্রদত্ত (৬১১) এবং যদি তোমাদের মধ্যে একজনের উপর অপরের আস্থা থাকে, তবে যাকে সে আমানতদার মনে করেছিলো (৬১২), সে যেন স্বীয় আমানত প্রত্যার্পণ করে (৬১৩) এবং যেন আল্লাহ্কে ভয় করে, যিনি তার প্রতিপালক। আর সাক্ষ্য গোপন করোনা (৬১৪); এবং যে সাক্ষ্য গোপন করবে, তবে ভিতরের দিক থেকে তার অন্তর গুনাহ্গার (৬১৫); এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে জানেন।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِیْمٌ ۝

রুকূ' - চল্লিশ

২৮৪. আল্লাহ্রই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। আর যদি তোমরা প্রকাশ করো যা কিছু (৬১৬) তোমাদের অন্তরে রয়েছে কিংবা গোপন করো, আল্লাহ্ তোমাদের থেকে সেটার হিসাব নেবেন (৬১৭)।

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে 'বন্ধক'-এর বৈধতা এবং অধিকারভুক্ত হওয়া পূর্বশর্ত বলে প্রমাণিত হয়।

টীকা-৬১২. অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা, যাকে ঋণদাতা আমানতদার মনে করেছিলো,

টীকা-৬১৩. এ 'আমানত' দ্বারা 'কর্জ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬১৪. কেননা, এর মধ্যে প্রাপকের প্রাপ্যকে বিনষ্ট করা হয়।

এ সম্বোধনটা সাক্ষীদের প্রতি যে, যখন তাদেরকে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রদান করার জন্য তলব করা হয়, তখন যেন হক (সত্য) গোপন না করে। অন্য একটা অভিমত হচ্ছে- এ সম্বোধনটা ঋণ-গ্রহীতাদের প্রতি করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয়ার বেলায় কোন প্রকার দ্বিধাবোধ না করে।

টীকা-৬১৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে একটা হাদীস বর্ণিত যে, কবীরাহ্ গুনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হচ্ছে- আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাক্ষ্য গোপন করা।

টীকা-৬১৬. মন্দ কাজ।

টীকা-৬১৭. মানুষের মধ্যে দু'ধরনের খেয়াল আসে-

একঃ প্ররোচনারূপে। সেগুলো হতে অন্তরকে মুক্ত করা মানুষের শক্তির আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু সেগুলোকে খারাপ জানে এবং কাজে পরিণত করতে ইচ্ছা করেনা। সেগুলোকে 'হাদীসে নাফ্স' এবং 'ওয়াস্ওয়াসাহ্' (যথাক্রমে কু-প্রবৃত্তি ও কু-প্ররোচনা) বলে। এর উপর কোন জবাবদিহি করতে হবেনা। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের অন্তরগুলোতে যে 'ওয়াস্ওয়াসাহ্' আসে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো ক্ষমা করে দেন, যতক্ষণ না তারা সেগুলো কাজে পরিণত করে; কিংবা সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা না করে। এসব 'ওয়াস্ওয়াসাহ্' এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দুইঃ ঐ সমস্ত খেয়াল, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের অন্তরে স্থান দেয় এবং সেগুলোকে কাজে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা করে। এর উপর জবাবদিহি করতে হবে। বস্তুতঃ এ গুলোর বিবরণই এ আয়াতে রয়েছে।

★ এক সা' = ৪ কেজি ১০ গ্রাম প্রায়।

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন (৬১৮) আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দেবেন (৬১৯); এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

২৮৫. রসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, যা তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সবাই মান্য করেছে (৬২০) আল্লাহ্ ,তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণকে (৬২১) এ কথা বলে যে, 'আমরা তাঁর কোন রসূলের উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করিনা' (৬২২) এবং আরয করেছে- 'আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি (৬২৩)। তোমার ক্ষমা হোক! হে প্রতিপালক আমাদের এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ

২৮৬. আল্লাহ্ কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ। তার জন্য কল্যাণ- যেই ভালো সে উপার্জন করেছে, আর তার জন্য ক্ষতি- যেই মন্দ সে উপার্জন করেছে (৬২৪)।

মাস্আলাঃ কুফরের প্রতিজ্ঞা করাও কুফর। আর যদি গুনাহ্‌র প্রতিজ্ঞা করে মানুষ সেটার উপর অটল থাকে এবং সেটা বাস্তবায়নের ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে গুনাহ্‌কে কাজে পরিণত করার উপায়-উপকরণাদি না পায় এবং বাধ্য হয়ে সে সেটা করতে না পারে, তবে অধিকাংশের মতে, তাকে জবা'বদিহি করতে হবে। শায়খ আবুল মানসূর মা-তুরীদী এবং শামছুল আইম্মাহ্ হাল্‌ওয়াঈ এ অভিমতের প্রতিই গিয়েছেন। আর তাঁদের প্রমাণ হচ্ছে- এ আয়াত - اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ ★ এবং হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা)-এর বর্ণিত হাদীস, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে- বান্দা যে গুনাহ্‌র ইচ্ছা করে; যদি তা কাজে রূপায়িত না হয় তবুও তার উপর শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

মাস্আলাঃ যদি বান্দা কোন গুনাহ্‌র ইচ্ছা করে অতঃপর সেটার উপর সে লজ্জিত হয় (অনুশোচনা করে) এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন।

টীকা-৬১৮. স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা ঈমানদারগণকে।

টীকা-৬১৯. স্বীয় ন্যায় বিচার দ্বারা;

টীকা-৬২০. ইমাম যাজ্জাজ বলেছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরার মধ্যে নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ্ ফরয হওয়া, তালাক্ব, ঈলা, হায়য্ (রজঃস্রাব) ও জিহাদের বিধি-বিধান এবং নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, তখন সূরার শেষ ভাগে এটা বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মু'মিনগণ এ সবের সত্যায়ন করেছেন। আর ক্বোরআন এবং এর সমস্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিলকৃত হবার কথা সত্যায়ন করেছেন।

টীকা-৬২১. ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক বিষয়াদির চারটা স্তর রয়েছেঃ

এক) আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও সত্যায়ন করবে- আল্লাহ্ একক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক ও উপমেয় নেই। তাঁর সমস্ত 'সুন্দরতম নাম' (আস্‌মা-ই হুস্‌না) ও উন্নততম গুণাবলীর উপর ঈমান আনবে ও দৃঢ় বিশ্বাস করবে এবং মান্য করবে যে,তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে শক্তিমান এবং কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান ও কুদরত বহির্ভূত নয়।

দুই) ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, দৃঢ় বিশ্বাস করবে এবং মানবে যে, তাঁরা বিদ্যমান, নিষ্পাপ ও পবিত্র। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যখানে বিধি-বিধান এবং ঐশী বার্তার তাঁরা মাধ্যম।

তিন) আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, যেসব কিতাব আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং স্বীয় রসূলগণের নিকট ওহীরূপে প্রেরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে সবই সত্য এবং আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। ক্বোরআন করীম পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে পবিত্র। 'মুহকাম' ও 'মুতাশা-বিহ্' (যথাক্রমে, সুস্পষ্ট অর্থবোধক ও দ্ব্যর্থক) আয়াতসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চার) রসূলগণের উপর ঈমান আনা। তা এভাবে যে, এ মর্মে ঈমান আনবে যে, তাঁরা আল্লাহ্‌রই রসূল (প্রেরিত), যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন। তাঁর ওহীর আমানতদার। যে কোন ধরনের গুনাহ্ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ এবং সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা উত্তম। আর তাঁদের মধ্যে একে অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

টীকা-৬২২. যেমন, ইহুদী ও খৃষ্টানরা করেছে যে, কারো উপর ঈমান এনেছে আর কাউকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-৬২৩. তোমার নির্দেশ ও বাণীকে।

টীকা-৬২৪. অর্থাৎ প্রত্যেককে সৎকাজের প্রতিদান ও সাওয়াব এবং মন্দ কাজের আযাব ও শাস্তি প্রদান করা হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মু'মিন

★ পারা ঃ ১৮, সূরা ঃ নূর, আয়াত ঃ ১৯ দ্রষ্টব্য।

বান্দাদেরকে দো'আ-প্রার্থনার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন যেন তারা এভাবে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে।

টীকা-৬২৫. এবং ভুলবশতঃ (যদি) তোমার কোন হুকুম পালনে অক্ষম হই। ★

****

টীকা-১. সূরা আল-ই-ইমরান মদীনা তৈয়্যবায় নাযিল হয়েছে। এ'তে দুইশ আয়াত, তিন হাজার চারশ আশি কলেমা (পদ) এবং চৌদ্দ হাজার পাঁচশ বিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ নাজরানবাসী প্রতিনিধি দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যা ষাটজন আরোহী বিশিষ্ট ছিলো। তন্মধ্যে চৌদ্দজন 'সরদার' ছিলো এবং তিনজন সে গোত্রের শীর্ষস্থানীয় নেতা। একজন 'আক্বিব' যার নাম ছিলো 'আবদুল মসীহ'। এ লোকটা গোত্রের আমীর ছিলো এবং তার পরামর্শ ছাড়া খৃষ্টানরা কোন কাজ করতো না। দ্বিতীয় নেতা, যার নাম ছিলো আয়হাম। এ লোকটা আপন গোত্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও অর্থ বিষয়ক প্রধান ছিলো। খাদ্য-পানীয় তথা রসদের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তারই নির্দেশে হতো। তৃতীয়জন ছিলো আবূ হারিসাহ্ ইবনে আলক্বামাহ্। এ ব্যক্তি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সমস্ত আলিম ও ধর্মযাজকদের মহান নেতা ছিলো। রোমের সম্রাটগণ তার জ্ঞান এবং তার ধর্মীয়-মহত্বের কারণে তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো। এসব লোক উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোষাক পরিধান করে শান-শওকত সহকারে হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে এসেছিলো এবং 'মসজিদে আক্বদাস'-এ প্রবেশ করলো। হুযূর আক্বদাস আলায়হিস সালাওয়াতু ওয়াত্ তাসলীমাত তখন আসর নামায আদায় করছিলেন। ঐসব লোকেরও নামাযের সময় হলো এবং তারা মসজিদ শরীফের মধ্যেই পূর্বদিকে ফিরে নামায পড়তে আরম্ভ করে দিলো। অবসর হয়ে হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে কথাবার্তা আরম্ভ করলো। হুযূর আলায়হিস সালাওয়াতু ওয়াত তাসলীমাত এরশাদ করলেন, "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো!" তারা বলতে লাগলো, "আমরা আপনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।" হুযূর আলায়হিস সালাওয়াতু ওয়াত তাসলীমাত এরশাদ করলেন, "এটা ভুল, এ দাবী মিথ্যা। তোমাদের এ দাবী ইসলামের অন্তরায় যে, আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততি আছে এবং তোমাদের ক্রুশপূজা আর তোমাদের শূকর খাওয়াও (ইসলামের) পরিপন্থী।" তারা বললো, "যদি ঈসা খোদার পুত্র না হন, তবে বলুন তাঁর পিতা কে?" তারা সবাই এ কথা বলতে লাগলো। হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমরা কি জানোনা যে, পুত্র পিতার সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়?" তারা তা স্বীকার করলো। অতঃপর এরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানোনা যে, আমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন- তাঁর জন্য মৃত্যু অসম্ভব; অথচ হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর মৃত্যু আগমনকারী?" তারা সেটাও স্বীকার করলো। অতঃপর এরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানো না যে, আমাদের প্রতিপালক বান্দাদের কর্মের তত্ত্বাবধায়ক, তাদের প্রকৃত রক্ষাকারী এবং জীবিকা প্রদানকারী?" তারা বললো, "হাঁ।" হুযূর এরশাদ করলেন, "হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)ও কি অনুরূপ?" (তারা) বলতে লাগলো, "না।" এরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানোনা যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আসমান ও যমীনের কোন কিছু গোপন নয়?" তারা তা স্বীকার করলো। হুযূর এরশাদ করলেন, "হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামও কি আল্লাহ্র শিক্ষাদান ব্যতীত এ গুলোর মধ্য থেকে কিছু জানেন?" তারা বললো, "না।" হুযূর এরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানোনা যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) মাতৃগর্ভে রয়ে জন্মগ্রহণকারীদের ন্যায়ই জন্মগ্রহণ করেছেন, অন্যান্য মানব-শিশুর ন্যায় আহার দেয়া হয়েছে, পানাহার করতেন এবং মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি ধারণ করতেন?" তারা এটাও স্বীকার করে নিলো। হুযূর এরশাদ করলেন, "তবে তিনি কিভাবে 'ইলাহ্' (উপাস্য) হতে পারেন, যেমন তোমাদের

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদেরকে পাকড়াও করোনা যদি আমরা বিস্মৃত হই (৬২৫) কিংবা ভুল করি। হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদের উপর ভারী বোঝা রেখোনা, যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে। হে প্রতিপালক আমাদের! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা অর্পণ করোনা, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; এবং আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আর আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের মুনিব। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। ★

সূরা আল্-ই-ইমরান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল্-ই-ইমরান মাদানী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২০০ রুকূ'-২০

রুকূ' - এক

الٓمّٓ ﴿١﴾

১. আলিফ-লাম-মীম।

اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾

২. আল্লাহ্ হন, যিনি ব্যতীত কারো উপাসনা নেই (২), স্বয়ং জীবিত এবং অন্যান্যদেরকে অধিষ্ঠিত রাখেন।

★ 'সূরা বাক্বারা' সমাপ্ত।

ধারণা রয়েছে?"এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা সবাই নিরুত্তর হয়ে গেলো এবং তাদের দ্বারা কোন জবাব দেয়া সম্ভবপর হলোনা। এর উপর 'সূরা আল্-ই-ইমরান'-এর প্রারম্ভ থেকে পরবর্তী আশিখানা আয়াত নাযিল হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে 'হাই' (حَیٌّ)-এর অর্থ 'চিরস্থায়ী', 'চিরঞ্জীব'। অর্থাৎ এমন চিরস্থায়িত্বের অধিকারী যে, তাঁর মৃত্যু সম্ভব নয়। আর 'ক্বাইয়্যুম' (قَیُّوْمٌ) হচ্ছেন তিনিই, যিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং সৃষ্টির জন্য তার পার্থিব ও পরকালীন জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন হয় সব কিছুর ব্যবস্থা করেন।

টীকা-৩. এর মধ্যে নাজরানের প্রতিনিধি দলের খৃষ্টানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-৪. পুরুষ, স্ত্রী, ফর্সা, কালো, সুশ্রী ও কুৎসিৎ ইত্যাদি। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমাদের সৃষ্টির উপাদান (বীর্যরূপেই) মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন জমা থাকে। অতঃপর সমসংখ্যক দিন 'আলাক্বাহ্' অর্থাৎ জমাট রক্ত আকারে থাকে। অতঃপর সমসংখ্যক দিন মাংসপিণ্ডরূপে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন, যিনি তার জীবিকা (রিয্ক্), তার জীবনকাল, তার আমল (কর্ম), তার পরিণতি অর্থাৎ তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তার মধ্যে রূহ্ প্রদান করেন। অতঃপর তাঁরই শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, বান্দা বেহেশ্‌তীদের ন্যায় আমল করতে থাকে। এমন কি, তার ও বেহেশতের মাঝখানে মাত্র এক হাত পরিমাণ অর্থাৎ খুব নগণ্য পরিমাণ ব্যবধান থাকে। তখন 'আমলনামা' (যা উক্ত ফিরিশ্‌তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন) সামনে এসে যায়। আর সে দোযখীদের ন্যায়ই আমল করতে থাকে। এরই উপর তার 'খাতিমাহ্' বা শেষ পরিণতি ঘটে এবং সে জাহান্নামী হয়। আবার কেউ এমনও হয় যে, সে দোযখীদের ন্যায় আমল করতে থাকে। এমনকি, তার ও দোযখের মাঝখানে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে। অতঃপর 'কিতাব' (আমলনামা) সামনে এসে যায়। আর তার জীবন-যাপনের নক্‌শা বদলে যায় এবং সে জান্নাতবাসীদের মতোই আমল করতে আরম্ভ করে। এরই উপর তার শেষ পরিণতি ঘটে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করে।"

টীকা-৫. এর মধ্যেও খৃষ্টানদের রদ্দ (খণ্ডন) রয়েছে, যারা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত্ তাস্‌লীমাত)-কে খোদার পুত্র (اِبْنُ اللّٰہِ) বলতো এবং তাঁর উপাসনা করতো।

সূরা ঃ ৩ আল্-ই-ইমরান ১০৮ পারা ঃ ৩

نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِیْلَ ﴿۳﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُوانْتِقَامٍ ﴿۴﴾

৩. তিনি আপনার উপর এ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবাদির সমর্থনকারী এবং তিনি এর পূর্বে তাওরীত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন–

৪. মানব জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য; এবং ফয়সালা অবতারণ করেছেন। নিশ্চয়, ঐ সব লোক, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয়েছে (৩) তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰى عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ﴿۵﴾

৫. আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই গোপন নেই, যমীনের মধ্যে, না আসমানের মধ্যে।

هُوَالَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۶﴾

৬. তিনিই হন যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মাতৃগণের গর্ভের মধ্যে যেরূপ চান (৪), তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত নেই, মহা-মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাময় (৫)।

هُوَالَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ

৭. তিনিই হন যিনি আপনার উপর এ কিতাব অবতারণ করেছেন, এর কতেক আয়াত সুস্পষ্ট অর্থবোধক (৬); সেগুলো কিতাবের মূল (৭) এবং অন্যগুলো হচ্ছে- ঐসব আয়াত, যেগুলোর মধ্যে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে (৮)। ঐসব লোক, যাদের অন্তরসমূহে বক্রতা রয়েছে (৯), তারা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে (১০) পথভ্রষ্টতা চাওয়ার (১১)

মানযিল – ১

টীকা-৬. যে গুলোর মধ্যে কোন সন্দেহ ও দ্ব্যর্থ নেই।

টীকা-৭. অর্থাৎ 'আহকাম' (বিধি-বিধান) -এর বেলায় সেগুলোর প্রতিই রুজূ' করা হয় এবং হালাল ও হারামের বেলায় সেগুলোর উপর আমল (করা হয়)।

টীকা-৮. সেগুলো কতিপয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সেগুলোর মধ্যে কোন্ অর্থটা উদ্দেশ্য তা আল্লাহ্‌ই জানেন কিংবা যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা তার জ্ঞান দান করেন।

টীকা-৯. অর্থাৎ পথভ্রষ্ট ও দ্বীনভ্রষ্ট লোকেরা, যারা কু-প্রবৃত্তির অনুসারী।

টীকা-১০. এবং এর প্রকাশ্য দিকের উপর নির্দেশ দেয় কিংবা ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে। বস্তুতঃ এটা শুভ উদ্দেশ্যে নয়, বরং (জুমাল)

টীকা-১১. এবং সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে ফেলার (জুমাল)

টীকা-১২. নিজেদের কু-প্রবৃত্তি অনুযায়ী; তারা ব্যাখ্যাদানের উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও (জুমাল ও খাযিন)

টীকা-১৩. প্রকৃতপক্ষে। (জুমাল) আর স্বীয় বদান্যতা ও দানশীলতাক্রমে যাকে তিনি দান করেন।

টীকা-১৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, "আমি পরিপক্ক জ্ঞানীদের (راسخين فى العلم) অন্যতম।" হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) "আমি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা দ্ব্যর্থক আয়াত (متشابه)-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত।" হযরত আনাস ইব্‌নে মালেক (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) "পরিপক্ক জ্ঞানী (رَاسِخ فِى الْعِلْمِ) 'আলেম-ই-বা'আমল'কে বলা হয়, যিনি আপন জ্ঞানেরই অনুসারী।"

ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ⑦

ও এর ব্যাখ্যা তালাশ করার উদ্দেশ্যে (১২) এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌রই জানা আছে (১৩)। আর পরিপক্ক জ্ঞান-সম্পন্ন লোকেরা (১৪) বলে, 'আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি (১৫); সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৬)' এবং উপদেশ গ্রহণ করেনা কিন্তু বোধ শক্তিসম্পন্নরা (১৭)।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ⑧

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তর বক্র করো না এরপর যে, তুমি আমাদেরকে হিদায়ত প্রদান করেছো এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয় তুমি হও মহান দাতা।

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ⑨

৯. হে প্রতিপালক আমাদের! নিঃসন্দেহে তুমি সমস্ত মানুষকে একত্রে সমাবেশকারী (১৮) সেদিনের জন্য, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই (১৯)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তিত হয়না (২০)।

রুকূ' – দুই

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ⑩

১০. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে (২১), তাদের ধনৈশ্বর্য ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে যৎসামান্যও রক্ষা করতে পারবে না এবং তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑪

১১. যেমন ফিরআউনের অনুসারীরা ও তাদের পূর্ববর্তীদের রীতি। তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্‌র উপর তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ⑫

১২. (হে হাবীব! আপনি) বলে দিন কাফিরদেরকে, অনতিবিলম্বে তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে (২২) আর সেটা খুবই মন্দ বিছানা।

মুফাস্‌সিরগণের একটা অভিমত এ রূপ যে, 'পরিপক্ক জ্ঞানী' (راسخين فى العلم) হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁদের মধ্যে চারটা বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ- ১) আল্লাহ্‌র ভয় (تقوى الله), ২) মানুষের প্রতি বিনয়, ৩) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং ৪) 'নাফ্‌স' বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনা। (খাযিন)

টীকা-১৫. এমর্মে যে, সেগুলো আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। আর সেটার যে অর্থই উদ্দেশ্য, তা সত্য এবং সেটা নাযিল করা হিকমতময়।

টীকা-১৬. সুস্পষ্ট অর্থবোধক (مُحْكَم) হোক, কিংবা দ্ব্যর্থক (متشابه)।

টীকা-১৭. এবং পরিপক্ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন–

টীকা-১৮. হিসাব-নিকাশ কিংবা প্রতিদান দেয়ার জন্য।

টীকা-১৯. সেটা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবস।

টীকা-২০. কাজেই, যার অন্তরে বক্রতা আছে সে ধ্বংস হবে। আর যে তোমার দান ও অনুগ্রহক্রমে হিদায়তপ্রাপ্ত হয় সে সৌভাগ্যবান হবে, মুক্তি পাবে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, 'মিথ্যা' হচ্ছে 'উলূহিয়্যাত' বা আল্লাহ্‌র শানের পরিপন্থী। এ জন্য মহান পবিত্র সর্বশক্তিমান খোদা তা'আলার পক্ষে 'মিথ্যা' অসম্ভব এবং তাঁর প্রতি এর সম্পর্ক নির্দেশ করা জঘন্য বেয়াদবী। (মাদারিক ও আবুস্ সাঊদ ইত্যাদি)

টীকা-২১. রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে।

টীকা-২২. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, যখন বদরের যুদ্ধে হুযূর আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে পরাজিত করে মদীনা' তৈয়্যেবায় ফিরে এলেন, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইহুদী সম্প্রদায়কে একত্রিত করে এরশাদ করলেন, "তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করো যে, তোমাদের উপর তেমনই মুসীবৎ অবতীর্ণ হবে যেমন বদরে ক্বোরাইশদের উপর হয়েছিলো। তোমরা জ্ঞাত হয়েছো যে, আমি প্রেরিত নবী। তোমরা তোমাদের কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ পেয়ে থাকো।" এর জবাবে

তারা বললো, "ক্বোরাঈশগণ তো যুদ্ধ বিষয়ক কৌশলাদি সম্পর্কে অজ্ঞ। যদি আমাদের সাথে মুকাবিলা (দ্বন্দ্ব) হয়, তবে আপনি অবগত হবেন যে, যোদ্ধাগণ এমনই হয়ে থাকে!" এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা পরাজিত হবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, গ্রেফতার করা হবে এবং তাদের উপর 'জিয্য়া' (Tax) আরোপ করা হবে। সুতরাং এমনই হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিনে ছয়শ লোককে মৃত্যুদণ্ড দিলেন, অনেককে গ্রেফতার করেন এবং খায়বারবাসীদের উপর করারোপ করলেন।

টীকা-২৩. এ'তে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারো কারো মতে, সমস্ত কাফিরকে আর কারো কারো মতে, মু'মিনদেরকে। (জুমাল)

টীকা-২৪. বদরের যুদ্ধে।

টীকা-২৫. অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)। তাঁদের সংখ্যা ছিলো মোট ৩১৩। তন্মধ্যে ৭৭ জন 'মুহাজির' এবং ২৩৬ জন 'আনসার'। মুহাজিরদের ঝাণ্ডাধারী (কমাণ্ডার) ছিলেন হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) আর আনসারদের পতাকাধারী (কমাণ্ডার) হযরত সা'আদ ইব্নে ওবাদাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। এ সমগ্র সৈন্য বাহিনীতে মাত্র দু'টি ঘোড়া, সত্তরটি উট, ছয়টি বর্ম (বা যুদ্ধের পোষাক বিশেষ) এবং আটটি তরবারি ছিলো। আর এ যুদ্ধে চৌদ্দজন সাহাবী শহীদ হন। তন্মধ্যে ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার।

টীকা-২৬. কাফিরদের সংখ্যা ৯৫০ জন ছিলো। তাদের নেতা ছিলো উত্বাহ্ ইবনে রবী'আহ্। তাদের সাথে ছিলো- একশ ঘোড়া, সাতশ উট, বহু সংখ্যক লৌহবর্ম এবং হাতিয়ার। (জুমাল)

টীকা-২৭. যদিও এর সংখ্যা কমই হয় এবং যুদ্ধ-সামগ্রীর পরিমাণও নিতান্তই নগণ্য হয়।

টীকা-২৮. যাতে প্রবৃত্তি-পূজারী এবং খোদার উপাসনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। যেমন- অন্য আয়াতে এরশাদ করেন-

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا -

(অর্থাৎ: "নিশ্চয় আমি পৃথিবী-পৃষ্ঠে যা রয়েছে, তা সেটার জন্য শোভা করেছি, যাতে আমি তাদের মধ্যে যারা উত্তম আমলকারী তাদেরকে পরীক্ষা করি।")

টীকা-২৯. তা দ্বারা কিছুকাল যাবৎ উপকৃত হওয়া যায়, অতঃপর বিলীন হয়ে যায়। মানুষের উচিত যেন সে পার্থিব সম্পদকে এমন কাজে ব্যয় করে, যে কাজের পরিণাম শুভ হয় এবং (যার মধ্যে) পরকালের সৌভাগ্য থাকে।

১৩. নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিলো (২৩) দু'দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিলো (২৪)। একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছিলো (২৫) এবং অন্যদল কাফির (২৬); তাদেরকে চোখ-দেখায় নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ মনে করতো; এবং আল্লাহ্ স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেন যাকে ইচ্ছা (২৭) করেন। নিশ্চয় এর মধ্যে বিবেকবানদের জন্য দেখে শিক্ষা রয়েছে।

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ⑬

১৪. মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে এসব প্রবৃত্তির মায়া-মহব্বত (২৮)- নারীগণ, সন্তান-সন্ততি, উপরে-নীচে রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার। এসব হচ্ছে ইহজীবনের পুঁজি (২৯) এবং আল্লাহ্ হন, যাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে (৩০)।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ⑭

১৫. (হে হাবীব!) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এগুলো অপেক্ষা (৩১) উৎকৃষ্টতর বস্তুর কথা বলে দেবো? খোদাভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাতসমূহ রয়েছে, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; (তারা) সেগুলোর মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং পবিত্র স্ত্রীগণ (৩২) আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি (রয়েছে) (৩৩); এবং আল্লাহ্ বান্দাদেরকে দেখেন (৩৪)।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ⑮

১৬. ঐসব লোক, যারা বলে, 'হে প্রতিপালক আমাদের! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।'

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ⑯

টীকা-৩০. জান্নাত। সুতরাং উচিৎ যেন সেটার প্রতি আগ্রহী হয় এবং ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ধ্বংসশীল পছন্দনীয় বস্তুসমূহের প্রতি আসক্ত না হয়।

টীকা-৩১. পার্থিব সামগ্রী অপেক্ষা।

টীকা-৩২. যারা নারীসুলভ অবস্থাদি এবং প্রত্যেক প্রকারের অপছন্দনীয় ও ঘৃণ্য বস্তু থেকে পবিত্র।

টীকা-৩৩. আর এটা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট নি'মাত।

টীকা-৩৪. এবং তাদের কার্য ও অবস্থাদি জানেন এবং তাদের প্রতিদান দেন।

টীকা-৩৫. যারা আনুগত্য ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকে।

টীকা-৩৬. যাদের কথা, ইচ্ছা এবং নিয়ত সবই সত্য হয়।

টীকা-৩৭. এ'তে শেষ রাতে নামায আদায়কারীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন আর রাতের শেষভাগে দো'আ ইস্‌তিগফারকারীগণও। এটা একাকী খোদার ইবাদতে মশ্‌গুল হবার ও দো'আ কবূল হবারই সময়। হযরত লোকমান আলায়হিস্ সালাম স্বীয় সন্তানকে বলেন, "মোরগ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়োনা যে, এরা তো শেষ রাত থেকে ডাকতে থাকবে আর তোমরা ঘুমে বিভোর!"

টীকা-৩৮. **শানে নুযূলঃ** সিরীয় দু'জন ইহুদী ধর্মযাজক সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। তাঁরা যখন মদীনা তৈয়্যবাহ্ দেখলেন, তখন একে অপরকে বলতে লাগলেন, "শেষ যমানার নবীর শহরের এই বৈশিষ্ট্য, যা এ শহরে পাওয়া যাচ্ছে।" যখন পবিত্রতম আস্তানা শরীফে হাযির হলেন, তখন তাঁরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গড়ন মুবারক ও পবিত্রতম স্বভাবগত গুণাবলীর তাওরীতের সাথে হুবহু মিল দেখতে পেয়ে হুযূর (দঃ)-কে চিনে ফেললেন আর আরয করলেন, "আপনি কি মুহাম্মদ?" হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "হাঁ।" অতঃপর আরয করলেন, "আপনি কি আহমদ?" (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "হাঁ।" (তাঁরা) আরয করলেন, "আমরা একটা প্রশ্ন করবো, আপনি যদি সঠিক জবাব দিয়ে দেন তবে আমরা আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসবো।" এরশাদ ফরমালেন, "প্রশ্ন করো।" তাঁরা আরয করলেন, "আল্লাহ্‌র কিতাবে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কোন্‌টা?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ (আয়াত)-টা শুনে তাঁরা দু'জন (যাজক)ই মুসলমান হয়ে গেলেন। হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, কা'বা মু'আযযামার অভ্যন্তরে ৩৬০টা মূর্তি ছিলো। যখন মদীনা তৈয়্যবায় এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিলো তখন কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে ঐসব মূর্তি সাজদাবনত হয়ে পড়েছিলো।

টীকা-৩৯. অর্থাৎ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ও ওলীগণ।

টীকা-৪০. এটা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। ইহুদী ও খৃষ্টান প্রমুখ কাফির, যারা তাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠতর বলে দাবী করে– এ আয়াতে তাদের দাবী বাতিল করে দিয়েছেন।

১৭. ধৈর্যশীলগণ (৩৫), সত্যনিষ্ঠগণ (৩৬), শিষ্টগণ, আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয়কারীগণ এবং রাতের শেষভাগে ক্ষমাপ্রার্থীগণ (৩৭)।

ٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (৩৮) আর ফিরিশ্‌তাগণ এবং জ্ঞানীগণও (৩৯) ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই, মহা মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাময়।

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

১৯. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই (একমাত্র) ধর্ম (৪০); এবং পরস্পর বিরোধে পড়েনি কিতাবীরা (৪১) কিন্তু এর পরে যে, অদের নিকট জ্ঞান এসেছে (৪২), নিজেদের অন্তরের বিদ্বেষবশতঃ (৪৩); এবং যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩﴾

২০. অতঃপর হে মাহবূব! যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে বলে দিন, 'আমি আপন চেহারা আল্লাহ্‌র সামনে অবনত করেছি এবং যারা আমার অনুসারী হয়েছে (৪৪)' এবং কিতাবী সম্প্রদায় ও পড়াবিহীন লোকদেরকে বলে দিন (৪৫), 'তোমরা কি গর্দান অবনত করেছো (৪৬)?'

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ

টীকা-৪১. এ আয়াত ঐসব ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে; যারা ইসলাম বর্জন করেছে এবং নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়ত সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করেছে।

টীকা-৪২. তারা তাদের কিতাবসমূহে বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণ দেখেছে এবং তারা চিন্‌তে পেরেছে যে, ইনি হচ্ছেন সেই নবী, যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কিতাবাদিতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ তাদের মত-বিরোধের কারণ হচ্ছে তাদের বিদ্বেষ এবং পার্থিব সুবিধাদির মোহ।

টীকা-৪৪. অর্থাৎ আমি এবং আমার অনুসারীগণ কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র বাধ্য ও অনুগত, আমাদের দ্বীন হচ্ছে- দ্বীন-ই-তাওহীদ, যার বিশুদ্ধতা খোদ্ তোমাদের কিতাবসমূহ থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই, এ বিষয়ে আমাদের সাথে তোমাদের ঝগড়া করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

টীকা-৪৫. যতো কাফির কিতাববিহীন রয়েছে, তারাও পড়াবিহীনদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে আরবের মুশরিকগণও রয়েছে।

টীকা-৪৬. "এবং দ্বীন-ইসলামের সামনে আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করেছো? না, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এখনো কুফরের উপর রয়েছো!" এটা ইসলামের প্রতি আহ্বানের একটা বিশেষ পদ্ধতি এবং এভাবেই তাদেরকে সত্য দ্বীনের (ইসলাম) প্রতি আহবান করা হয়।

টীকা-৪৭. তা আপনি পরিপূর্ণভাবে পালনই করেছেন। তা থেকে যদি তারা উপকার গ্রহণ না করে, তবে ক্ষতিতে তারাই থাকবে। এ'তে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে শান্তনা দেয়া হয়েছে যেন তিনি এদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত না হন।

টীকা-৪৮. যেমন বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় সকালে অল্প সময়ের মধ্যে তেতাল্লিশ জন নবীকে শহীদ করেছিলো। অতঃপর যখন তাদের মধ্য থেকে একশ বারো জন 'আবিদ' (ইবাদতপরায়ণ) উঠে তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দিলেন এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করলেন, তখন সেদিন সন্ধ্যায় তাঁদেরকেও হত্যা করলো। এ আয়াতে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যমানার ইহুদী সম্প্রদায়কে তিরস্কার করা হয়েছে। কেননা, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের এমন নিকৃষ্টতম কাজের উপর সন্তুষ্ট।

টীকা-৪৯. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, নবীগণের শানে বেয়াদবী করাও 'কুফর' এবং এটাও যে, এর কারণে সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়।

টীকা-৫০. যে, তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

টীকা-৫১. অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায়। তাদেরকে তাওরীত শরীফের জ্ঞান ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো, যেগুলোর মধ্যে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও অবস্থাদি এবং দ্বীন-ইসলামের সত্যতার বিবরণ রয়েছে। এ কারণে, তাদের জন্য বাঞ্ছনীয় ছিলো যে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হলেন এবং তাদেরকে ক্বোরআন করীমের দিকে আহ্বান করলেন, তখন তারা হুযূর (দঃ) ও ক্বোরআন শরীফের উপর ঈমান আনবে এবং এর বিধি-বিধান পালন করবে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তা করেনি। এতদ্‌ভিত্তিতে, আয়াত শরীফে উল্লেখিত, مِنَ الْكِتٰبِ দ্বারা তাওরীত এবং كِتٰبِ اللّٰهِ দ্বারা ক্বোরআন শরীফের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫২. শানে নুযূলঃ এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে এক বর্ণনা এটা এসেছে যে, একদা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বায়তুল মিদ্‌রাস'-এ তশরীফ নিয়ে যান। আর সেখানে ইহুদীদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। নঈম ইবনে আমর ও হারিস ইবনে যায়দ বললো, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনি কোন্ দ্বীনের উপর আছেন?" এরশাদ ফরমালেন, "মিল্লাতে ইব্রাহীমী (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম-এর দ্বীন)-এর উপর।" তারা বলতে লাগলো, "হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম তো ইহুদী ছিলেন।" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "তাওরীত আনো! এখনই আমাদের আর তোমাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে।" এর উপর তারা স্থির থাকতে পারলোনা এবং অস্বীকারকারী হয়ে গেলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। এতদ্‌ভিত্তিতে, আয়াতে উল্লেখিত 'কিতাবুল্লাহ্' (كِتَابُ اللّٰه) মানে 'তাওরীত'।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হতে একটা বিবরণ এটাও এসেছে যে, খায়বারবাসী ইহুদীদের একজন পুরুষ একজন স্ত্রী-লোকের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো। আর তাওরীতের মধ্যে এমন গুনাহ্‌র শাস্তি- বিধি হচ্ছে 'পাথর নিক্ষেপ করতে করতে হত্যা করা।' যেহেতু এরা ইহুদীদের মধ্যে উচ্চ বংশীয় লোক ছিলো, সেহেতু তারা এদেরকে 'পাথর নিক্ষেপ'-এর শাস্তি দেয়া পছন্দ করলোনা। আর এ মামলাটা তারা এ আশায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে দায়ের করলো যে, সম্ভবত তিনি 'পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ' দেবেন না। কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের উভয়কেই পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এ কারণে, ইহুদীগণ বিক্ষুব্ধ হলো এবং বলতে লাগলো, "এ পাপের এ শাস্তি নয়। আপনি যুলুম করেছেন।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "ফয়সালা তাওরীতের উপর রাখো!" তারা বলতে লাগলো, "এটা ইনসাফের কথা।" তাওরীত আনা হলো এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে সূরিয়া নামক ইহুদীদের শীর্ষস্থানীয় আলেম সেটা পাঠ করলো। এ'তে 'আয়াতে রাজ্‌ম' আসলো, যার মধ্যে পাথর নিক্ষেপের

وَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ
بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

সুতরাং তারা যদি গর্দান অবনত করে থাকে, তবেই তো সঠিক পথ পেয়ে গেছে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে হাবীব!) আপনার কর্তব্য তো এই নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেয়া মাত্র (৪৭) এবং আল্লাহ্ বান্দাদেরকে দেখছেন।

রুকূ' - তিন

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ
وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ
مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٢﴾
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا
مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ
اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى
فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

২১. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয় এবং পয়গাম্বরগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে (৪৮) এবং ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশদাতাদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন বেদনাদায়ক শাস্তির!

২২. এসব লোক তারাই, যাদের কার্যাবলী বিনষ্ট হয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে (৪৯) এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৫০)।

২৩. (হে হাবীব!) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা কিতাবের একটা অংশ প্রাপ্ত হয়েছে (৫১)? আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি আহবান করা হচ্ছে যেন সেটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, অতঃপর তাদের মধ্যেকার একটা দল তা থেকে পরান্মুখ হয়ে ফিরে যায় (৫২)।

নির্দেশ ছিলো। অবদুল্লাহ সেটার উপর হাত চাপা দিলো এবং সেটা বাদ দিয়ে পড়ে গেলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার হাত সরিয়ে উক্ত আয়াত পড়ে শুনালেন। ইহুদীগণ অপমানিত হলো এবং সেই ইহুদী নারী ও পুরুষকে, যারা যিনা করেছিলো, হুযূরের নির্দেশে পাথর নিক্ষেপ করা হলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৫৩. আল্লাহ্র কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার

টীকা-৫৪. অর্থাৎ চল্লিশ দিন কিংবা এক সপ্তাহ। অতঃপর কোন দুঃখ নেই।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. এ দুঃসাহস (৫৩) তাদের এ জন্য হলো যে, তারা বলে, 'অবশ্যই আমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না, কিন্তু (হাতে গোনা) দিন কতেক (৫৪)' এবং তাদের ধর্মের মধ্যে তাদেরকে ধোকা দিয়েছিলো সেই মিথ্যা, যা তারা রচনা করছিলো (৫৫)।

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. সুতরাং কেমন হবে, যখন আমি তাদেরকে একত্রিত করবো সেই দিনের জন্য, যাতে সন্দেহ নেই (৫৬) এবং প্রত্যেককে তার উপার্জন পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হবে; এবং তাদের উপর যুলুম করা হবেনা।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۶﴾

২৬. এরূপ আরয করো, 'হে আল্লাহ্, বিশ্ব-রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও সাম্রাজ্য প্রদান করো এবং যার থেকে চাও সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নাও। আর যাকে চাও সম্মান প্রদান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছনা দাও। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিঃসন্দেহে, তুমি সব কিছু করতে পারো (৫৭)।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾

২৭. তুমি দিনের অংশ রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করো এবং রাতের অংশ দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করো (৫৮)। আর মৃত থেকে জীবিত বের করো এবং জীবিত থেকে মৃত বের করো (৫৯)। আর যাকে চাও অগণিত দান করো।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

২৮. মুসলমান কাফিরদেরকে যেন আপন বন্ধু না বানিয়ে নেয়, মুসলমানগণ ব্যতীত (৬০)।

টীকা-৫৫. এবং তারা এ বলে দাবী করতো, "আমরা খোদার পুত্র ও তাঁরই প্রিয়ভাজন। তিনি আমাদেরকে গুনাহ্র কারণে শাস্তি দেবেন না, কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য।"

টীকা-৫৬. এবং সেটা হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন।

টীকা-৫৭. শানে নুযূলঃ মক্কা বিজয়ের সময় নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের রাজত্বের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ইহুদী ও মুনাফিকরা সেটাকে খুবই দুঃসাধ্য মনে করলো এবং বলতে লাগলো, "কোথায় মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আর কোথায় পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যদ্বয়! সেই সাম্রাজ্য দু'টি বড়ই শক্তিশালী ও অতীব সংরক্ষিত।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঐ প্রতিশ্রুতি পূর্ণই হয়েছিলো।

টীকা-৫৮. অর্থাৎ কখনো রাতকে দীর্ঘায়িত করো, দিনকে হ্রাস করো। আর কখনো দিনকে দীর্ঘায়িত করে রাতকে হ্রাস করো। এটা তোমারই কুদরত। সুতরাং পারসিক ও রোমানদের হাত থেকে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গোলামদেরকে দান করা তাঁর কুদরতের পক্ষে অসাধ্য কিসের?

টীকা-৫৯. 'জীবিত থেকে মৃত বের করা' এভাবে যে, যেমন– জীবিত মানব-জাতিকে মৃত বীর্য থেকে এবং পাখীর জীবিত ছানাকে রূহবিহীন ডিম থেকে, আর জীবিত আত্মা-সম্পন্ন মু'মিনকে মৃত আত্মাসম্পন্ন কাফির থেকে (সৃষ্টি করা)।

আর 'জীবিত থেকে মৃত বের করা' এভাবে যে, যেমন– জীবিত মানুষ থেকে রূহ-বিহীন বীর্য এবং জীবিত পাখী থেকে প্রাণহীন ডিম; আর জীবিত-আত্মা ঈমানদার থেকে মৃত-আত্মা কাফির (সৃষ্টি করা)।

টীকা-৬০. শানেনুযূলঃ হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আহ্যাব যুদ্ধের (খন্দকের যুদ্ধ) দিন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, "আমার সাথে পাঁচশ ইহুদী রয়েছে, যারা আমার সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, আমি শত্রুর মুকাবিলায় তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করবো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং কাফিরদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

টীকা-৬১. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখা নিষিদ্ধ ও হারাম। তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে সম্প্রীতিমূলক লেন-দেন করা অবৈধ।

অবশ্য, যদি প্রাণ বা সম্পদের ভয় থাকে, এমনি পরিস্থিতিতে শুধু বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক রাখা জায়েয।

টীকা-৬২. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান লাভ করবে এবং তাতে কোন প্রকার কার্পণ্য করা হবে না।

টীকা-৬৩. অর্থাৎ যদি আমি এ মন্দ কাজটা না-ই করতাম!

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, আল্লাহ্‌র সাথে তার কোন সম্পর্ক রইলোনা; কিন্তু এ যে, তোমরা তাদেরকে কিছুটা শংকা করবে (৬১); এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে আপন ক্রোধ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহ্‌রই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আপন অন্তরের কথা গোপন করো কিংবা প্রকাশ করো–আল্লাহ্ সবই জানেন এবং জানেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে আর যা কিছু যমীনে রয়েছে এবং প্রত্যেক কিছুর উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা রয়েছে।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۛ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

৩০. যে দিন প্রত্যেকে, যেই ভাল কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে (৬২) এবং যে কোন মন্দ কাজ করেছে (তাও উপস্থিত পাবে), সেদিন কামনা করবে, 'হায়! যদি আমার এবং সেটার মাঝখানে দূর ব্যবধান থাকতো (৬৩)!' এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে আপন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছেন; এবং আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্র।

রুকূ' – চার

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

৩১. হে মাহবূব! আপনি বলে দিন, 'হে মানবকূল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন (৬৪) এবং তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করবেন আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. আপনি বলে দিন, 'হুকুম মান্য করো আল্লাহ্ ও রসূলের (৬৫)।' অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্‌র পছন্দ হয় না কাফির।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ব-জগত থেকে (৬৬)।

টীকা-৬৪. এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবী তখনই সত্য হতে পারে, যখন মানুষ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয় এবং হুযূর (দঃ)-এর আনুগত্য অবলম্বন করে।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বোরাইশদের নিকট দাঁড়ালেন, যারা কা'বা ঘরের মধ্যে মূর্তি স্থাপন করেছিলো এবং সেগুলোকে সুসজ্জিত করে সাজদা করছিলো। হুযূর (দঃ) এরশাদ করলেন, "হে ক্বোরাইশ গোত্রীয়রা! আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস সালাম)-এর দ্বীনের পরিপন্থী হয়ে বসেছো।" ক্বোরাইশগণ বললো, "আমরা আল্লাহ্‌র মুহব্বতেই এ বোতগুলোর উপাসনা করছি, যাতে এগুলো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছায়।" এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবী বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও আনুগত্য ব্যতিরেকে গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি এ দাবীর প্রমাণ দিতে চায়, সে যেন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গোলামী করে। যেহেতু হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মূর্তির উপাসনা করতে নিষেধ করেছেন, সেহেতু মূর্তি পূজারী হুযূরের অবাধ্য এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবীতে মিথ্যুক।

টীকা-৬৫. এটা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার প্রতীক এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য রসূলের আনুগত্য ছাড়া হতে পারেনা। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে।"

টীকা-৬৬. ইহুদীরা বলেছিলো, "আমরা হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক্ব ও হযরত য়া'কূব (আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদেরই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব হযরতকে দ্বীন ইসলাম সহকারে মনোনীত করেছিলেন এবং 'হে ইহুদী! তোমরা ইসলামের উপর নও। কাজেই, তোমাদের এ দাবী ভিত্তিহীন।'

টীকা-৬৭. তাদের মধ্যে পারস্পরিক বংশগত সম্পর্কও রয়েছে এবং এসব হযরত একে অপরের সাহায্য সহযোগীতাকারীও।

টীকা-৬৮. 'ইমরান' দু'জন ছিলেন। একজন হলেন- ইমরান ইব্নে ইয়াসহার ইব্নে ফাহিস্ ইব্নে লা-ওয়া ইব্নে য়া'কূব। ইনিতো হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর পিতা ছিলেন। দ্বিতীয়জন- ইমরান ইব্নে মাসান। ইনি হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর মাতা হযরত মারয়াম (আলায়হাস্ সালাম)-এর পিতা ছিলেন। উভয় ইমরানের মধ্যে এক হাজার আটশ' বছরের ব্যবধান ছিলো। এখানে দ্বিতীয় ইমরানের কথা বুঝানো হয়েছে। তাঁর বিবি সাহেবার নাম হান্নাহ্ বিন্তে ফা-কূযা, যিনি হযরত মরিয়ম আলায়হাস্ সালামের মাতা ছিলেন।

টীকা-৬৯. এবং তোমার ইবাদত ব্যতীত পৃথিবীর কোন কাজ তার সাথে সম্পৃক্ত থাকবেনা। 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর খিদমত তার দায়িত্বে থাকবে।

আলেমগণ ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম) ও হযরত ইমরান উভয়ে পরস্পর ভায়রা ছিলেন। ফাকূযার কন্যা ঈশা'। তিনি হযরত য়াহ্য়া আলায়হিস্ সালামের মাতা ছিলেন। আর তাঁর বোন হান্নাহ, যিনি ফাকূযার দ্বিতীয়া কন্যা ও হযরত মারয়াম (আলায়হাস্ সালাম)-এর মাতা, হযরত ইমরানের স্ত্রী ছিলেন।

৩৪. এটা একটা বংশানুক্রম, একে অপর হ'তে (৬৭) এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

৩৫. যখন ইমরানের স্ত্রী আরয করলো (৬৮), 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার জন্য মান্নত করেছি যা আমার গর্ভে রয়েছে যে, একান্ত তোমারই সেবায় থাকবে (৬৯)। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে কবূল করে নাও। নিঃসন্দেহে, তুমিই শ্রোতা, জ্ঞাতা।'

إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ إِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৩৬. অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো, তখন বললো, 'হে প্রতিপালক আমার! এ'তো আমি কন্যা প্রসব করলাম (৭০)।' এবং আল্লাহ্‌র সম্যক জানা আছে যা সে প্রসব করেছে। এবং সেই পুত্র সন্তান, যা সে চেয়েছিলো, এ কন্যা সন্তানের মতো নয় (৭১)। 'এবং আমি তার নাম মারয়াম রাখলাম (৭২)। আর তাকে এবং তার বংশধরকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।' ★

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّيْ وَضَعْتُهَا أُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى ۚ وَإِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

৩৭. অতঃপর তাকে তার প্রতিপালক উত্তমরূপে কবূল করলেন (৭৩)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ

দীর্ঘদিন যাবৎ হান্নার গর্ভে কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি। এমন কি তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হলেন এবং নিরাশ হয়ে পড়লেন। এটা ছিলো 'সালেহীন' বা 'নেক্কার' লোকদের খান্দান। তাঁরা সবাই আল্লাহ্‌র মাক্বূল বান্দা ছিলেন। একদিন হান্নাহ্ একটা গাছের ছায়ায় একটা পাখী দেখলেন, যা আপন ছানাকে আহার করাচ্ছিলো। এটা দেখে তাঁর অন্তরে সন্তানের আগ্রহ জন্মালো এবং আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে প্রতিপালক! যদি তুমি আমাকে সন্তান দান করো, তবে আমি তাকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খাদিম হিসাবে নিয়োগ করবো এবং এ খিদমতের জন্যই হাযির করবো।"

যখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা হলেন এবং এ মান্নত করলেন, তখন তাঁর স্বামী বললেন, "তুমি একি করলে? যদি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে তবে সে এর উপযোগী হচ্ছে কোথায়?" সে যুগে পুরুষদেরকেই বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতের জন্য নিয়োগ করা হতো আর মেয়েরা নারী-সুলভ অবস্থাদি ও দুর্বলতাসমূহ এবং পুরুষদের সাথে অবস্থান করতে পারতো না বলে এর উপযোগী মনে করা হতোনা। এ কারণে, তাঁদের উভয়ের মধ্যে ভারী দুশ্চিন্তার সঞ্চার হলো। আর হান্নাহ্‌র গর্ভস্থ সন্তান প্রসবের পূর্বেই হযরত ইমরানের ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

টীকা-৭০. হান্নাহ্ এ বাক্যটা ওযররূপে বলেছিলেন এবং তাঁর মনে বেদনা ও দুঃখের সঞ্চার হলো। কারণ, যখন কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছে তখন মান্নত কিভাবে পূরণ করা হবে?

টীকা-৭১. কেননা, এ কন্যা আল্লাহ্‌র দান এবং তাঁর অনুগ্রহক্রমে, পুত্র সন্তান অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা রাখে। এ সাহেবজাদী ছিলেন- হযরত মারয়াম। আর তিনি সমসাময়িক সমস্ত মেয়েলোকের মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্য ও মর্যাদার অধিকারীনী ছিলেন।

টীকা-৭২. 'মারয়াম' মানে- 'আ-বিদাহ্' বা 'ইবাদতপরায়ণা'।

টীকা-৭৩. এবং মান্নতের মধ্যে পুত্র-সন্তানের স্থলে হযরত মারয়াম (আলায়হাস্ সালাম)-কে কবূল করেছেন। ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই হান্নাহ্ (হযরত) মারয়াম (আলায়হাস্ সালাম)-কে একটা কাপড়ে জড়িয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের আলেমদের (আহ্বার) সামনে এনে রাখলেন। এসব আলেম (আহ্বার) ছিলেন হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। আর বায়তুল মুক্বাদ্দাসে তাঁদের পদ-মর্যাদা তেমনই ছিলো যেমন রয়েছে কা'বা শরীফের

★ ক্বোরআন করীমের মধ্যে হযরত মারয়াম ব্যতীত অন্য কোন মহিলার নাম উল্লেখিত হয়নি। তেমনিভাবে, রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসের এবং হযরত যায়দ ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীর নামও উল্লেখিত হয়নি। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, মাও সন্তানের নাম রাখতে পারে। এটাও বুঝা গেলো যে, সন্তান-সন্ততির উত্তম নাম রাখা উচিত। (তাফসীর-ই-নূরুল ইরফান)

'হাজিব' বা রক্ষণাবেক্ষণকারীদের। যেহেতু হযরত মার্‌য়াম (আলায়হাস্‌ সালাম) তাঁদের ইমাম ও তাঁদের নিকটাত্মীয়ের কন্যা ছিলেন এবং তাঁদের বংশও বনী-ইস্রাঈলের মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত ও আলেমদেরই বংশ ছিলো, সেহেতু তাঁরা সবাই, যাঁদের সংখ্যা ছিলো সাতাশ, হযরত মার্‌য়ামকে গ্রহণ করার ও তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস্‌ সালাম) বললেন, "আমি তাঁদের সবার মধ্যে অধিক হক্বদার। কেননা, আমার ঘরে তাঁর খালা রয়েছেন।" এ বিষয়টার নিষ্পত্তি এভাবে হলো যে, লটারীর আয়োজন করা হলো। লটারীতে হযরত যাকারিয়া আলায়হিস সালামেরই নাম বের হলো।

টীকা-৭৪. হযরত মার্‌য়াম (আলায়হাস্‌ সালাম) একদিনে এ পরিমাণ বেড়ে উঠতেন, যতটুকু অন্যান্য শিশু এক বছরে বাড়তো।

টীকা-৭৫. বে-মৌসুমী ফলমূল, যেগুলো বেহেশ্‌ত থেকে অবতীর্ণ হতো এবং হযরত মার্‌য়াম (আলায়হাস্‌ সালাম) কোন মহিলার স্তন্য পান করেননি।

টীকা-৭৬. হযরত মার্‌য়াম (আলায়হাস্‌ সালাম) নিতান্ত শিশু বয়সে কথা বলেছিলেন যখন তিনি দোলনায় লালিত হচ্ছিলেন; যেমনিভাবে, তাঁরই সন্তান হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) একই অবস্থায় (নিতান্ত শিশু বয়সেই) কথা বলেছিলেন।

وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا
زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا
الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ
قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ
رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ
يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا ۢ بِكَلِمَةٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا

এবং তাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন (৭৪) এবং তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে দিলেন। যখন যাকারিয়া তার নিকট তার নামায পড়ার স্থানে যেতো তখন তার নিকট নতুন রিয্‌ক্ব পেতো (৭৫)। বললো, 'মরিয়ম! এটা তোমার নিকট কোত্থেকে আসলো?' বললো, 'সেটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে।' নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা অগণিত দান করেন (৭৬)।

৩৮. এখানে (৭৭) প্রার্থনা করলো যাকারিয়া আপন প্রতিপালকের নিকট। আরয করলো, 'হে প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট থেকে প্রদান করো পবিত্র সন্তান। নিশ্চয়, তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।'

৩৯. তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাকে সাড়া দিলো এবং সে আপন নামাযের স্থানে দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়ছিলো (৭৮), 'নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন য়াহ্‌য়ার, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটা কলেমার (৭৯) সত্যায়ন করবে এবং সরদার (৮০) ও সব সময়ের জন্য

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত আউলিয়া কেরামের কারামত (অলৌকিক ক্ষমতা)-এর পক্ষে প্রমাণ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের মাধ্যমে অলৌকিক কার্যাদি প্রকাশ করেন। হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস্‌ সালাম) যখন এটা দেখলেন তখন বললেন, "যেই পবিত্র সর্ব-শক্তিমান সত্তা, (হযরত) মার্‌য়াম (আলায়হাস্‌ সালাম)-কে অসময়ে, বে-মৌসুম এবং কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেই ফলমূল দান করতে পারেন, তিনি নিশ্চয় এর উপরও শক্তিমান যে, আমার বন্ধ্যা স্ত্রীকে নতুনভাবে সুস্থতা (সন্তান ধারণের যোগ্যতা) দান করবেন এবং আমাকে এ বার্দ্ধক্যে (সন্তান লাভের আশা) নিঃশেষ হবার পরও সন্তান দান করবেন।" এ ধারণায় তিনি এ প্রার্থনা করেছিলেন, যার বিবরণ পরবর্তী আয়াতে আসছে।

টীকা-৭৭. অর্থাৎ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মেহরাবের অভ্যন্তরে দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করলেন।

টীকা-৭৮. হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্‌ সালাম শীর্ষস্থানীয় আলেম (জ্ঞানী) ছিলেন। কোরবানীসমূহ আল্লাহ্‌র দরবারে তিনিই পেশ করতেন এবং মসজিদ শরীফে তাঁরই অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ প্রবেশ করতে পারতোনা। যখন তিনি মেহরাবের অভ্যন্তরে নামাযে মশগুল ছিলেন এবং বাইরে লোকেরা ভিতরে প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিলো তখন দরজা বন্ধ ছিলো। হঠাৎ তিনি একজন সাদা পোষাক পরিহিত যুবককে দেখতে পেলেন। তিনি ছিলেন হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস সালাম)। তিনি তাঁকে সন্তানের সুসংবাদ দিলেন, যা اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ (নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন)-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-৭৯. 'কলেমা' দ্বারা হযরত মার্‌য়াম-তনয় হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁকে আল্লাহ্‌ তা'আলা كُنْ (কুন্‌ অর্থাৎ হয়ে যাও!) বলে, পিতার মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর উপর সর্বপ্রথমে ঈমান আনয়নকারী ও সত্যায়নকারী হযরত য়াহ্‌য়া (আলায়হিস্‌ সালাম)-ই ছিলেন, যিনি হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) অপেক্ষা বয়সে মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন। তাঁরা পরস্পর খালাত ভাই ছিলেন।

হযরত য়াহ্‌য়া (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর মাতা (একদিন) আপন বোন হযরত মার্‌য়ামের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখন তাঁকে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হবার কথা জানালেন। হযরত মার্‌য়াম (আলায়হাস্‌ সালাম) বললেন, "আমিও অন্তঃসত্ত্বা।" হযরত য়াহ্‌য়ার মাতা বললেন, "হে মার্‌য়াম! মনে হচ্ছে যে, আমার গর্ভস্থ সন্তান তোমার গর্ভস্থ সন্তানকে সাজদা করছে।"

টীকা-৮০. 'সাইয়্যেদ' ঐ সরদারকে বলা হয়, যাঁর সেবা ও আনুগত্য করা যায়। হযরত য়াহ্‌য়া (আলায়হিস্‌ সালাম) মু'মিনদের সরদার এবং জ্ঞান, সহনশীলতা ও ধর্মপরায়ণতায় তাঁদের সরদার ছিলেন।

টীকা-৮১. হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস্ সালাম) আশ্চর্যান্বিত হয়ে (একথা) আরয করেছিলেন।

টীকা-৮২. এবং বয়স একশ বিশ বছরে উপনীত হয়েছে।

টীকা-৮৩. তাঁর বয়স হয়েছিলো আটান্নব্বই বছর। প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো এই- "সন্তান কিভাবে দান করা হবে? আমার যৌবন কি পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হবে? আর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বও কি দূরীভূত করা হবে? না, আমাদের উভয়ে আপন আপন অবস্থায় থাকবো?"

টীকা-৮৪. বার্দ্ধক্যে সন্তান দান করা তাঁর কুদরতের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

وَحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

নারীদের থেকে বিরত থাকবে এবং নবী, আল্লাহর খাস বান্দাদের মধ্য থেকে (৮১)।'

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

৪০. বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কোত্থেকে হবে? আমার তো বার্দ্ধক্য এসে পৌঁছেছে (৮২) এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা (৮৩)।' এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ্ এভাবেই করেন, যা চান (৮৪)।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ ۝

৪১. আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নিদর্শন করে দিন (৮৫)!' এরশাদ করলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন পর্যন্ত তুমি লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলবেনা, কিন্তু ইঙ্গিতে-ইশারায় এবং আপন প্রতিপালককে খুব স্মরণ করো (৮৬); এবং বিকেলে ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।'

রুকূ' - পাঁচ

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪২. এবং যখন ফিরিশ্তাগণ বললো, 'হে মারয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করে নিয়েছেন (৮৭) ও খুব পবিত্র করেছেন (৮৮) এবং আজকার সমগ্র বিশ্বের নারীদের থেকে তোমাকে মনোনীত করেছেন (৮৯)।'

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

৪৩. 'হে মারয়াম! স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে আদব সহকারে দণ্ডায়মান হও (৯০) এবং তাঁর জন্য সাজদা করো ও রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো!'

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৪৪. এ গুলো অদৃশ্যের সংবাদ, যেগুলো আমি গোপনভাবে আপনাকে বলে থাকি (৯১) এবং আপনি তাদের নিকট ছিলেন না যখন তারা তাদের কলমগুলো দ্বারা লটারী টানছিলো (এ বিষয়ে) যে, মারয়াম কার লালন-পালনের দায়িত্বে থাকবে। আর আপনি তাদের নিকট ছিলেন না যখন তারা বাদানুবাদ করছিলো (৯২)।

টীকা-৮৫. যা দ্বারা আমি স্বীয় বিবির সন্তান প্রসবের সময় সম্পর্কে অবগত হবো, যাতে আমি আরো অধিক শোকর ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাই।

টীকা-৮৬. সুতরাং তেমনিই হলো যে, লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলা থেকে তাঁর বরকতময় বাকশক্তি তিন দিন পর্যন্ত বন্ধ ছিলো। তবে, 'তাস্‌বীহ' ও 'যিকর' করতে সক্ষম ছিলেন। বস্তুতঃ এটা এক মহান মু'জিযা (অলৌকিক ব্যাপার) যে, যাঁর মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে এবং মুখ থেকে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণার (তাস্‌বীহ ও তাক্বদীস) কলেমাগুলো উচ্চারিত হতে থাকে কিন্তু লোকজনের সাথে কথোপকথন হতে পারেনা! আর এ নিদর্শন এজন্য স্থির করা হয়েছে যে, আল্লাহর এ মহান অনুগ্রহ অর্জন করার সময় যেন তাঁর রসনা 'যিক্‌র' ও 'শোকর' ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তায় রত না হয়।

টীকা-৮৭. যে, নারী হওয়া সত্ত্বেও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতের জন্য মান্নতের মধ্যে কবূল করেছেন এবং এটা তিনি ব্যতীত অন্য কোন নারীর ভাগ্যে জোটেনি। অনুরূপভাবে, তাঁর জন্য বেহেশ্‌তী রিয্‌ক্ব প্রেরণ করেন এবং হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস্ সালাম)-কে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হযরত মারয়াম (আলায়হাস্ সালাম)-এরই বিশেষত্ব।

টীকা-৮৮. পুরুষের স্পর্শ থেকে এবং গুনাহ্ থেকে। কারো কারো মতে, নারীসুলভ অবস্থাদি (عوارض نسائيه) থেকে।

টীকা-৮৯. যে, পিতা ব্যতিরেকেই পুত্র দান করেছেন এবং ফিরিশ্তাদের বাণী শুনিয়েছেন।

টীকা-৯০. যখন ফিরিশ্তাগণ এটা বললেন, তখন হযরত মারয়াম (আলায়হাস্ সালাম) এতো দীর্ঘসময় যাবৎ দণ্ডায়মান রইলেন যে, তাঁর বরকতময় কদমযুগল ফুলে গিয়েছিলো। এমনকি পা দু'টি কেটে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিলো।

টীকা-৯১. এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন।

টীকা-৯২. এতদ্‌সত্ত্বেও এসব ঘটনা সম্পর্কে তাঁর সংবাদ দেয়া এ কথারই অকাট্য প্রমাণ যে, তাঁকে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করা হয়েছে।

টীকা-৯৩. অর্থাৎ একটা সন্তানের,

টীকা-৯৪. আভিজাত্য ও মর্যাদা সম্পন্ন

টীকা-৯৫. আল্লাহ্‌র দরবারে।

টীকা-৯৬. কথা বলার বয়সের পূর্বে।

টীকা-৯৭. আসমান থেকে অবতরণের পর। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। যেমন-হাদীস শরীফসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

টীকা-৯৮. এবং নিয়ম হচ্ছে যে, সন্তান স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে। কাজেই, আমাকে সন্তান কিভাবে দান করা হবে? বিবাহের মাধ্যমে, না এভাবে পুরুষ ছাড়াই?

টীকা-৯৯. যা আমার নবূয়তের দাবীর সত্যতার প্রমাণ।

টীকা-১০০. যখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম) নবূয়তের দাবী করলেন এবং মু'জিযাদি দেখালেন, তখন লোকেরা দরখাস্ত করলো, "আপনি একটা বাদুড় তৈরী করুন!" তিনি মাটি দিয়ে বাদুড়ের আকৃতি গঠন করলেন অতঃপর সেটার মধ্যে ফুঁক দিলেন। তখনই সেটা উড়তে আরম্ভ করলো।

বাদুড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে- সেটা উড়তে পারে এমন সব পাখীর মধ্যে পূর্ণতম ও আশ্চর্যতম। আর খোদার কুদ্‌রতের উপর অন্যান্যগুলোর তুলনায় অধিকতর প্রমাণবহ। কেননা, তা পাখা ছাড়াই উড়ে এবং সেটার দাঁত আছে, হাসে। আর সেগুলোর মধ্যে স্ত্রী জাতির বক্ষস্থলে স্তন আছে এবং সন্তান প্রসব করে। অথচ উড়তে পারে এমন অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য নেই।

টীকা-১০১. যার গায়ের সাদা দাগ (কুষ্ঠরোগ) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করতে অক্ষম হয়ে গেছেন। যেহেতু হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের যমানায় চিকিৎসা-শাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে ছিলো এবং এর বিশেষজ্ঞগণ চিকিৎসা বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এজন্য তাদেরকে এ ধরণের মু'জিযা দেখানো হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়মে যার চিকিৎসা করা সম্ভবপর নয় তাকে নিরাময় করা নিঃসন্দেহে মু'জিযা এবং নবীর নবূয়তের সত্যতার প্রমাণ।

৪৫. এবং স্মরণ করুন! যখন ফিরিশতারা মারয়ামকে বললো, 'হে মারয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর নিকট থেকে একটা কলেমার (৯৩), যার নাম হচ্ছে মসীহ ঈসা, মারয়ামের পুত্র, মর্যাদাবান হবে (৯৪) দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত (৯৫)।

إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝٤٥

৪৬. এবং মানুষের সাথে কথা বলবে লালন-পালনের বয়সে (দোলনায় থাকাবস্থায়) (৯৬) ও পরিপক্ক বয়সে (৯৭) এবং খাস বান্দাদের অন্যতম হবে।'

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّٰلِحِينَ ۝٤٦

৪৭. বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কোত্থেকে হবে? আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি (৯৮)।' এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ্ এভাবেই সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। যখন কোন কাজের হুকুম করেন তখন তাকে এটাই বলে থাকেন, 'হয়ে যাও!' সেটা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়।'

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝٤٧

৪৮. 'এবং আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরীত এবং ইঞ্জীল।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَىٰةَ وَالْإِنجِيلَ ۝٤٨

৪৯. আর রসূল হবে বনী ইস্রাঈলের প্রতি, এ কথার ঘোষণা দিয়ে যে, 'আমি তোমাদের নিকট একটা নিদর্শন নিয়ে এসেছি (৯৯) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করে থাকি, অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার করি। তখন সেটা তৎক্ষণাৎ পাখী হয়ে যায় আল্লাহ্‌র নির্দেশে (১০০) এবং আমি নিরাময় করি জন্মান্ধ ও সাদা দাগসম্পন্ন (কুষ্ঠ রোগী)-কে (১০১) আর আমি মৃতকে জীবিত করি আল্লাহ্‌র নির্দেশে (১০২);

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

ওহাবের অভিমত হচ্ছে, অধিকাংশ সময় হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নিকট একেক দিনে পঞ্চাশ হাজার করে রোগীর সমাবেশ হয়ে যেতো। তাদের মধ্যে যারা চলাফেরা করতে সক্ষম ছিলো তারা তাঁর দরবারে হাযির হয়ে যেতো। আর যাদের মধ্যে চলার শক্তি ছিলোনা তাদের নিকট হযরত নিজেই তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং দো'আ করে তাদেরকে সুস্থ করতেন আর স্বীয় রিসালতের উপর ঈমান আনার শর্তারোপ করতেন।

টীকা-১০২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম চার ব্যক্তিকে জীবিত

করেছিলেন–

এক) 'আযর', যার অন্তরে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিলো। যখন তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো তখন তার বোন তাঁকে (হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম) খবর দিলো। কিন্তু সে তাঁর নিকট থেকে তিন দিনের দূরত্বে ছিলো। যখন তিনি তিন দিনে সেখানে পৌঁছলেন, তখন জানতে পারলেন যে, তার মৃত্যুর পর তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। তিনি (আঃ) তার বোনকে বললেন, "আমাকে তার কবরের পাশে নিয়ে চলো।" সে নিয়ে গেলো। তিনি (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন। আযর আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে এলো এবং দীর্ঘকাল যাবৎ জীবিত রইলো। তার সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করেছিলো।

দুই) এক বৃদ্ধার পুত্র; যার লাশ হযরতের সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। তিনি তার জন্য দো'আ করলেন। সে জীবিত হয়ে লাশ বাহকদের কাঁধের উপর থেকে নীচে নেমে পড়লো। কাপড়-চোপড় পরে ঘরে আসলো, জীবন যাপন করতে লাগলো। সন্তান-সন্ততি হলো।

তিন) জনৈক আশেরের কন্যা, যে সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর দো'আয় তাকে জীবিত করলেন।

চার) সাম ইবনে নূহ; যাঁর ওফাতের পর কয়েক হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছিলো। লোকেরা আগ্রহ প্রকাশ করলো যেন তিনি তাঁকে জীবিত করেন। তিনি তাদের চিহ্ন প্রদর্শন ক্রমে, তাঁর কবরের নিকট পৌঁছলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করলেন। সাম শুনতে পেয়েছিলেন যে, কোন আহ্বানকারী বলছিলো, " اَجِبْ رُوْحَ اللّٰهِ " অর্থাৎ রুহুল্লাহ (হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম)-এর আহ্বানে সাড়া দাও।" এটা শুনে তিনি (সাম) আতঙ্কিত ও ভীত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ধারণা হলো যেন ক্বিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে। এ ভয়ে তাঁর মাথার অর্দ্ধেক চুল সাদা হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর তিনি হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের উপর ঈমান আনলেন এবং তিনি হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের দরবারে দরখাস্ত করলেন যেন দ্বিতীয়বার তাঁকে 'সাক্বরাতুল মাউত' (মৃত্যু-যন্ত্রণা) সহ্য করতে না হয়; (বরং) তা ছাড়াই পুনরায় মৃত্যু প্রদান করা হয়। সুতরাং তখনই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়।

আর بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে) এরশাদ করার মধ্যে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা হযরত মসীহ (আলায়হিস্ সালাম)কে 'ইলাহ্' (উপাস্য) বলে দাবী করতো।

এবং তোমাদেরকে বলে দিই, যা তোমরা আহার করো আর যা নিজ নিজ ঘরে জমা করে রাখো (১০৩)। নিশ্চয়ই এসব কথার মধ্যে তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা ঈমান রাখো।

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

৫০. এবং সত্যায়নকারীরূপে এসেছি আমার পূর্বেকার কিতাব তাওরীতের, আর এ জন্য যে, হালাল করবো তোমাদের জন্য এমন কিছু বস্তুকে যেগুলো তোমাদের উপর হারাম ছিলো (১০৪) এবং আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার হুকুম মান্য করো!

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

টীকা-১০৩. যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত তাস্‌লীমাত রোগগ্রস্তদেরকে সুস্থ করলেন এবং মৃতদের জীবিত করলেন; তখন কেউ কেউ বললো, "এটাতো যাদু! অন্য কোন মু'জিযা দেখান!" তখন তিনি বললেন, "যা তোমরা আহার করো এবং যা তোমরা জমা করে রাখো আমি তোমাদেরকে সেগুলোর খবর দিয়ে থাকি।" এ থেকে বুঝা যায় যে, অদৃশ্যের জ্ঞানসমূহ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর মু'জিযাই। আর হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর মাধ্যমে এ মু'জিযাও প্রকাশ পেলো যে, তিনি মানুষকে বলে দিতেন যা সে পূর্বদিন খেয়েছিলো এবং যা আজ খাবে। আর আগামী দিনের জন্য যা তৈরী করে রেখেছে। তাঁর নিকট অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একত্রিত হতো। তিনি তাদেরকে বলে দিতেন, "তোমাদের ঘরে অমুক খাদ্য তৈরী হয়েছে। তোমাদের ঘরের লোকেরা অমুক খাদ্য খেয়েছে। অমুক জিনিষ তোমাদের জন্য উঠিয়ে রেখেছে।"

ছেলেমেয়েরা ঘরে যেতো, কান্না করতো। ঘরের কর্তাদের নিকট ঐসব বস্তু চাইতো। তারাও তা দিতো। আর তাদেরকে বলতো, "তোমাদেরকে কে বলেছে?" ছেলেমেয়েরা বলতো, "হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেছেন।" অতঃপর লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে তাঁর নিকট আসতে বাধা দিলো। আর বললো, "তিনি একজন যাদুকর, তাঁর নিকট বসবেনা।" তারা একটা ঘরে সব ছেলেমেয়েকে একত্রিত করে আটকে রেখে দিলো। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ছেলেমেয়েদেরকে তালাশ করার জন্য তাশরীফ আনলেন। তখন লোকেরা বললো, "তারা এখানে নেই।" তিনি (আঃ) বললেন, "তবে এ ঘরের মধ্যে কে আছে?" তারা বললো, "কতগুলো শূয়র।" তিনি এরশাদ করলেন, "এমনই হবে।" অতঃপর যখনই দরজা খুললো, দেখলো সবই শূয়র হয়ে গেছে।

মোটকথা, অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর মু'জিযা এবং নবীগণের মাধ্যম ব্যতীত কোন মানুষ অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হতে পারেনা।

টীকা-১০৪. যেগুলো হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের শরীয়তে হারাম ছিলো। যেমন, উটের মাংস, মাছ এবং কিছু সংখ্যক পাখী।

টীকা-১০৫. এটা হচ্ছে খোদ্ বান্দা হবার স্বীকারোক্তি এবং রব হবার অস্বীকৃতি। এ'তে খৃষ্টানদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে।

টীকা-১০৬. অর্থাৎ যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দেখলেন যে, ইহুদীরা তাদের কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁকে শহীদ করার ইচ্ছা রাখছে এবং এতগুলো প্রকাশ্য নিদর্শন ও মু'জিযা দ্বারাও প্রভাবিত হয়নি। আর এর কারণ এ ছিলো যে, তারা চিনতে পেরেছিলো– তিনি সেই মসীহ, যাঁর সম্পর্কে তাওরীতে সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং তিনি তাদের দ্বীনকে রহিত করবেন। অতঃপর যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম (নবী হিসেবে) দ্বীনের প্রতি আহ্বান করলেন, তখন এটা তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে পড়েছিলো এবং তারা তাঁকে কষ্ট দেয়ার ও শহীদ করার জন্য উদ্যত হলো আর তাঁর সাথে তারা কুফর করলো।

টীকা-১০৭. حَوَارِىّ (সাহায্যকারীরা) হলেন- ঐসব নিষ্ঠাবান শিষ্য, যাঁরা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীনের সাহায্যকারী ছিলেন এবং তাঁর উপর সর্বাগ্রে ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বারোজন।

৫১. নিশ্চয় আমার ও তোমাদের সবার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ্। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো (১০৫)। এটাই হচ্ছে সোজা পথ।'

إِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾

৫২. অতঃপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে 'কুফর পেলো (১০৬) তখন বললো, 'কারা আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্‌র প্রতি?' সাহায্যকারীরা (হাওয়ারী) বললো (১০৭), 'আমরা খোদার দ্বীনের সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান (১০৮)।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. হে প্রতিপালক আমাদের! আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি, যা তুমি অবতারণ করেছো এবং রসূলের অনুসারী হয়েছি। সুতরাং আমাদেরকে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করো।'

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. এবং কাফিররা প্রতারণা করেছে (১০৯) আর আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার গোপন কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উত্তম গোপন তদবীরকারী (১১০)।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

রুকূ' – ছয়

৫৫. স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্ বলেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে পরিপূর্ণ বয়সে পৌছাবো (১১১), আমার প্রতি তোমাকে উঠিয়ে নেবো (১১২),

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

টীকা-১০৮. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে ঈমান ও ইসলাম এক হবার উপর দলীল গ্রহণ করা যায়। আর এটাও জানা যায় যে, পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীনও ছিলো 'ইসলাম'; না 'ইহুদিয়াত', না 'নাস্‌রানিয়াত'।

টীকা-১০৯. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের কাফিরগণ হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-এর সাথে এ প্রতারণা করেছিলো যে, তারা প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে শহীদ করার ব্যবস্থা করেছিলো এবং নিজেদের একজন লোককে এ অপকর্মের জন্য নিয়োগ করলো।

টীকা-১১০. আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতারণার এ বদলা দিয়েছিলেন যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে আসমানের উপর উঠিয়ে নিলেন আর হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর আকৃতি সেই ব্যক্তিকে প্রদান করলেন, যে তাঁকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছিলো। সুতরাং ইহুদীগণ তাকে হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) মনে করে হত্যা করে ফেললো।

মাস্আলাঃ ' مكر ' শব্দটা আরবী অভিধানে গোপনীয়তার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ জন্য গোপন তদবীরকেও ' مكر ' বলা হয়। আর সেই তদবীর যদি সদুদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে তা প্রশংসনীয় এবং কোন মন্দ উদ্দেশ্যে হলে নিন্দনীয় হয়। কিন্তু উর্দু ভাষায় এ শব্দটা (مكر) (فريب) বা ধোকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে কখনো এটা আল্লাহ্‌র শানে বলা যাবে না এবং এখন যেহেতু আরবী ভাষায়ও خدع বা প্রতারণা অর্থে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে সেহেতু আরবীতেও আল্লাহ্‌র শানে এটার ব্যবহার জায়েয নেই। আয়াতে যেখানেই এটার ব্যবহার এসেছে সেখানেই সেটার অর্থ হবে 'গোপন কৌশল অবলম্বন করা'।

টীকা-১১১. অর্থাৎ কাফিরগণ তোমাকে হত্যা (শহীদ) করতে পারবে না। (মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-১১২. আস্‌মানের উপর সম্মানিত জায়গায় এবং ফিরিশ্‌তাদের অবস্থান স্থলে, মৃত্যু ব্যতিরেকেই। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "(হযরত) ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) আমার উম্মতের মধ্যে 'খলীফা' (আমার প্রতিনিধি) হয়ে অবতরণ করবেন, ক্রুশ ভাঙ্গবেন, শূয়রদের হত্যা করবেন, চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, বিবাহ করবেন, সন্তান-সন্ততি হবে। অতঃপর তাঁর ওফাত হবে। সেই উম্মত কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যাদের প্রথমে আমি রয়েছি, শেষ ভাগে (হযরত) ঈসা এবং মধ্যভাগে আমারই বংশধরদের (আহলে বায়ত) মধ্য থেকে মাহ্দী

রয়েছে।" মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম দামেস্কের 'পূর্ব মিনারার' (منارۀ شرقی دمشق) উপর অবতরণ করবেন। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর হুজরা মুবারকেই তাঁকে দাফন করা হবে।

টীকা-১১৩. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে, যাঁরা তোমার নবূয়তের সত্যায়নকারী।

তোমাকে কাফিরদের থেকে পবিত্র করে দেবো এবং তোমার অনুসারীদেরকে (১১৩) ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমার অস্বীকারকারীদের উপর (১১৪) বিজয় দান করবো।' অতঃপর তোমরা সবাই আমার প্রতি ফিরে আসবে। অতঃপর আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবো যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছো।

৫৬. অতঃপর ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে, আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রদান করবো এবং তাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

৫৭. এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় প্রদান করবেন, এবং অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

৫৮. এটা আমি তোমাদের উপর পাঠ করছি- কিছু সংখ্যক আয়াত এবং প্রজ্ঞাময় উপদেশ।

৫৯. ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌র নিকট আদমের ন্যায় (১১৫)। তাকে মাটি হতে তৈরী করেছেন। অতঃপর বললেন, 'হয়ে যাও।' তৎক্ষণাৎ সে হয়ে যায়।

৬০. হে শ্রোতা! এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। কাজেই, তুমি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

৬১. অতঃপর হে মাহবূব! যে ব্যক্তি আপনার সাথে ঈসা সম্পর্কে বিতর্ক করে এর পরে যে, আপনার নিকট জ্ঞান (ওহী) এসেছে, তবে তাদেরকে বলে দিন, 'এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমরা তোমাদের পুত্রদেরকে এবং আমরা আমাদের নারীদেরকে ও তোমরা তোমাদের নারীদেরকে; আর আমরা আমাদের নিজেদেরকে ও তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে! অতঃপর 'মুবাহালাহ্' করি।★★ তারপর মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত দিই (১১৬)।'

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ
تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾
فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَ
الْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾
وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾
ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾
اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ
اٰدَمَ ۭ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾
اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ
الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ ۢ بَعْدِ مَا
جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا
نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَ
نِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَ
اَنْفُسَكُمْ ۣ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

টীকা-১১৪. যারা হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায়।

টীকা-১১৫. শানে নুযূলঃ নাজরানবাসী খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলো এবং তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে লাগলো, "আপনি কি ধারণা করছেন যে, হযরত ঈসা আল্লাহ্‌র বান্দা?" এরশাদ ফরমালেন, "হাঁ। তিনি তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দা, তাঁর রসূল এবং তাঁর কলেমা, যা সতী-সাধ্বী, কুমারী রমণী (হযরত মারয়াম আলায়হাস্ সালাম) -এর প্রতি 'ইল্‌ক্বা' করা হয়েছে।" ★

খৃষ্টানরা একথা শুনে খুব ক্ষুব্ধ হলো আর বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনি কখনো পিতাবিহীন মানুষ দেখেছেন?" এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, "তিনি (আঃ) খোদার পুত্র।" (মা-'আযাল্লাহ্!) এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছেন। আর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তো মাতা ও পিতা উভয় ব্যতিরেকেই মাটি থেকে সৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তাঁকে যখন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও বান্দা বলে মেনে নিচ্ছো, তখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও বান্দা বলে মানতে আশ্চর্যের কি আছে?

টীকা-১১৬. যখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসী খৃষ্টানদেরকে এ আয়াত শরীফ পাঠ করে শুনালেন এবং 'মুবাহালাহ্'র' দাওয়াত দিলেন, তখন তারা বলতে লাগলো, "আমরা চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করে নিই। আগামীকাল আপনাকে জবাব দেবো।" যখন তারা একত্রিত হলো তখন তারা তাদের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি 'আক্বিব'কে বললো, "হে আবদুল মসীহ্! আপনার অভিমত কি?" সে বললো, "হে খৃষ্টানের দল! তোমরা চিনতে পেরেছো যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-তো অবশ্যই প্রেরিত নবী। যদি তোমরা তাঁর সাথে

★ ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে ফুৎকার করানো হয়েছে।

★★ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে, নিজ নিজ দাবীতে যদি মিথ্যা হয় তবে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত কামনা করি!

'মুবাহালাহ্' করো, তবে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন যদি খৃষ্টবাদের উপর টিকে থাকতে চাও তবে তাঁর সাথে 'মুবাহালাহ্' ছাড়ো এবং ঘরে ফিরে চলো।" এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো। অতঃপর তারা দেখতে পেলো যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কোলে তো হযরত ইমাম হোসাঈন রয়েছেন, বরকতময় হাতে হযরত ইমাম হাসানের হাত এবং হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) হুযূরের (দঃ) পেছনে উপবিষ্ট। আর হুযূর (দঃ) তাঁদেরকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "যখন আমি দো'আ করবো তখন তোমরা সবাই 'আমীন' বলবে।"

নাজরানের সবচেয়ে বড় আলিম (পাদ্রী) যখন এসব হযরতকে দেখলো, তখন বলতে লাগলো, "হে খৃষ্টান দল! আমি এমন কতগুলো চেহারা প্রত্যক্ষ করছি যে, যদি এসব ব্যক্তিত্ব আল্লাহর দরবারে পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরানোর জন্য প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়কে আপন জায়গা থেকে সরিয়ে দেবেন। তাঁদের সাথে 'মুবাহালাহ্' করোনা। ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে কোন খৃষ্টান অবশিষ্ট থাকবেনা।" একথা শুনে খৃষ্টানরা হুযূর (দঃ)-এর খিদমতে আরয করলো, "মুবাহালায়তো আমাদের কারো সম্মতি নেই।"

শেষ পর্যন্ত 'জিয্য়া' দিতে রাজী হলো; কিন্তু 'মুবাহালা'র জন্য প্রস্তুত হলোনা। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, নাজরানবাসীদের উপর আযাব নিকটস্থ হয়ে এসেছিলো। যদি তারা 'মুবাহালাহ্' করতো তবে তারা বানর ও শূয়রের আকৃতিতে বিকৃত হয়ে যেতো এবং জঙ্গল আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতো। আর নাজরান ও সেখানে বসবাসকারী পাখী পর্যন্ত নীস্ত-নাবুদ হয়ে যেতো এবং মাত্র এক বছরের মধ্যে সমস্ত খৃষ্টান ধ্বংস হয়ে যেতো।"

টীকা-১১৭. অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তাঁর অবস্থা সেটাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১১৮. এর মধ্যে খৃষ্টানদের প্রতিও খণ্ডন রয়েছে এবং সমস্ত মুশ্রিকদের প্রতিও।

টীকা-১১৯. এবং ক্বোরআন, তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ নেই।

টীকা-১২০. না হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে, না হযরত ওযায়র (আলায়হিস্ সালাম)-কে, না অন্য কাউকে।

টীকা-১২১. যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা 'আহ্বার' (ইহুদী-ওলামা) ও 'রোহ্বান' (খৃষ্টান ধর্ম-যাজকবৃন্দ)-কে বানিয়ে-ছিলো। তারা তাদেরকে সাজদা করতো এবং তাদের উপাসনা করতো। (জুমাল)

৬২. এটাই নিঃসন্দেহে সত্য বর্ণনা (১১৭) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (১১৮)। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৩. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ ফ্যাসাদকারীদের সম্পর্কে জানেন।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ
وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

রুকূ' - সাত

৬৪. (হে হাবীব!) আপনি বলুন! 'হে কিতাবীরা! এমন কলেমার প্রতি এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই (১১৯)। (তা) এই যে, আমরা যেন ইবাদত না করি কিন্তু আল্লাহ্রই এবং কাউকেও তাঁর শরীক না করি (১২০) ও আমাদের মধ্যে কেউ অপরকে প্রতিপালকও না বানিয়ে নিই, আল্লাহ্ ব্যতীত (১২১)।' অতঃপর যদি তারা না মানে, তবে বলে দিন, 'তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান।'

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. হে কিতাবীরা! ইব্রাহীম সম্পর্কে কেন ঝগড়া করছো? তাওরীত ও ইঞ্জীলতো অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু তাঁর পরে। সুতরাং তোমাদের কি বিবেক নেই (১২২)?

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ
إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

টীকা-১২২. শানে নুযূলঃ নাজরানের খৃষ্টানরা এবং ইহুদীদের 'আহ্বার' (আলিমগণ)-এর মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিলো।

ইহুদীদের দাবী ছিলো যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) 'ইহুদী' ছিলেন। আর খৃষ্টানদের দাবী ছিলো যে, তিনি 'খৃষ্টান' ছিলেন। এ বিতর্ক প্রকট আকার ধারণ করে। তখন উভয় সম্প্রদায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'ফয়সালাকারী' হিসেবে মেনে নিলো এবং হুযূরের দরবারে ফয়সালা প্রার্থনা করলো। এরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাওরীত ও ইঞ্জীলের আলিমদের নিকট তাদের পূর্ণ অজ্ঞতারই কথা প্রকাশ করে দেয়া হয় যে, তাদের মধ্যেকার প্রত্যেকের দাবী তাদের পূর্ণ অজ্ঞতারই প্রমাণ। 'ইহুদীয়াত' ও 'নাস্‌রানীয়াত' (ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ) 'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' অবতরণের পরই সৃষ্টি হয়েছে। আর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের যমানা, যাঁর উপর 'তাওরীত' নাযিল হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের শত শত বছর পরের এবং হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম), যাঁর উপর 'ইঞ্জীল' নাযিল হয়েছে, তাঁর যমানা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের প্রায় দু'হাজার বছর পরের ছিলো।

'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' কোনটার মধ্যে তাঁকে (হযরত ইব্রাহীম) ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বলে উল্লেখ করা হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে এ দাবী অজ্ঞতা ও বোকামীর চূড়ান্ত পরিচায়ক।

টীকা-১২৩. হে কিতাবীগণ, তোমরা-

টীকা-১২৪. এবং তোমাদের কিতাবাদিতে এর খবর দেয়া হয়েছিলো; অর্থাৎ শেষ যমানার নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর। যখন এসব কিছু জেনে চিনেও তোমরা হুযূর (দঃ)-এর উপর ঈমান আনোনি এবং তোমরা এ বিষয়ে ঝগড়া করেছো।

টীকা-১২৫. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বলে।

টীকা-১২৬. প্রকৃত অবস্থা এই যে,

৬৬. শুনছো, এ যে তোমরা (১২৩)! সেই বিষয়ে ঝগড়া করেছো, যার সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান ছিলো (১২৪)। সুতরাং সে বিষয়ে (১২৫) কেন ঝগড়া করছো, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানই নেই? এবং আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জানোনা (১২৬)।

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৬৭. ইব্রাহীম না ইহুদী ছিলেন, এবং না খৃষ্টান; বরং প্রত্যেক বাতিল থেকে আলাদা, মুসলমান ছিলেন এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (১২৭)।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৬৮. নিশ্চয় সমস্ত লোকের মধ্যে ইব্রাহীমের অধিকতর হকদার তারাই ছিলো, যারা তাঁর অনুসারী হয়েছিলো (১২৮) এবং এ নবী (১২৯) ও ঈমানদাররা (১৩০)। আর ঈমানদারদের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ্।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৬৯. কিতাবীদের একটা দল আন্তরিকভাবে এ কামনা করে যে, যে কোন প্রকারে তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। এবং তারা নিজেরাই নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করে এবং তাদের অনুভূতি নেই (১৩১)।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৭০. হে কিতাবীরা! আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কেন কুফর করছো; অথচ তোমরা নিজেরাই হলে সাক্ষী (১৩২)?

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

৭১. হে কিতাবীরা! সত্যের সাথে বাতিলকে কেন মিশ্রিত করছো (১৩৩) এবং সত্যকে কেন গোপন করছো; অথচ তোমাদের জানা আছে?

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ع

রুকূ' – আট

৭২. এবং কিতাবীদের একটা দল বললো (১৩৪), 'যা ঈমানদারদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে (১৩৫), সকালে সেটার উপর ঈমান আনো এবং সন্ধ্যায় অস্বীকারকারী হয়ে যাও। হয়ত তারা ফিরে যাবে (১৩৬)।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

টীকা-১২৭. কাজেই, না কোন ইহুদী কিংবা খৃষ্টানের পক্ষে নিজেদেরকে ধর্মের দিক দিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর প্রতি সম্পর্কিত করা সহীহ্ হতে পারে, না কোন মুশরিক (অংশীবাদী)-এর পক্ষে। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন যে, এ'তে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা মুশ্‌রিক (অংশীবাদী)।

টীকা-১২৮. এবং তাঁর নবুয়তের যুগে তাঁর উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর শরীয়ত অনুসারে কাজ করতে থাকে।

টীকা-১২৯. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-১৩০. এবং তাঁর উম্মতগণ।

টীকা-১৩১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত মু'আয ইব্‌নে জবল, হযরত হুযায়ফাহ্ ইব্‌নে ইয়ামান এবং হযরত আম্মার ইব্‌নে ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাঁদেরকে ইহুদীরা তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতো এবং ইহুদীবাদের প্রতি আহ্বান করতো। এ'তে বলা হয়েছে যে, এটা তাদের অরণ্যে রোদন মাত্র। তারা তাঁদেরকে বিপথগামী করতে পারবে না।

টীকা-১৩২. এবং তোমাদের কিতাবাদিতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণের কথা মওজুদ রয়েছে। আর তোমরা জানো যে, তিনি সত্য নবী এবং তাঁর দ্বীনও সত্য দ্বীন।

টীকা-১৩৩. তোমাদের কিতাবাদিতে বিকৃতি ও পরিবর্তন করে

টীকা-১৩৪. এবং তারা পরস্পর পরামর্শ করে এ চক্রান্ত করেছে-

টীকা-১৩৫. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ।

টীকা-১৩৬. শানে নুযূলঃ ইহুদীরা ইসলামের বিরোধিতায় রাত দিন নূতন নূতন চক্রান্ত করতো। খায়বারবাসী বারেজিন ইহুদী আলিম পরস্পর পরামর্শ করে একবার চক্রান্ত করলো যে, তাদের একটা দল সকালে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং সন্ধ্যায় ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে আর লোকজনকে বলবে, "আমরা আমাদের কিতাবাদিতে যা দেখেছি তা থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সেই প্রতিশ্রুত নবী নন, যাঁর সম্পর্কে

আমাদের কিতাবগুলোতে সংবাদ দেয়া হয়েছে; যাতে এ ধরনের ধর্মান্তরের ফলে মুসলমানদের মাঝে তাদের দ্বীন সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।" কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তাদের এ গোপন চক্রান্ত ফাঁস করে দিলেন এবং তাদের এ চক্রান্ত ফলপ্রসূ হয়নি। আর মুসলমানরা পূর্ব থেকেই সতর্ক হয়ে গেলেন।

টীকা-১৩৭. এবং এতদ্ব্যতীত যা রয়েছে সবই বাতিল ও ভ্রষ্টতা।

টীকা-১৩৮. দ্বীন ও হিদায়ত, কিতাব ও হিকমত এবং আভিজাত্য ও মর্যাদা।

টীকা-১৩৯. রোজ-ক্বিয়ামত।

টীকা-১৪০. অর্থাৎ নবূয়ত ও রিসালত।

টীকা-১৪১. মাস্আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবূয়ত যিনিই পান, আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমেই পান। এ'তে যোগ্যতার কোন দখল নেই। (খাযিন)

টীকা-১৪২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত কিতাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এর মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে দু'ধরনের লোক রয়েছেঃ ১) আমানতদার ও ২) খিয়ানতকারী। কেউ কেউ তো এমন রয়েছে যে, বিপুল সম্পদ তাদের নিকট আমানত রাখা হলেও তারা কোন প্রকার কমবেশী না করেই সময় মতো ফেরত দিয়ে থাকেন। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু); যাঁর নিকট একজন কোরাঈশী বারশ 'আউক্বিয়া' ★★ স্বর্ণ আমানত রেখেছিলো। তিনি তাকে অনুরূপই ফেরৎ দিয়েছিলেন। (পক্ষান্তরে,) কোন কোন কিতাবী এমনই অবিশ্বস্ত যে, অতি অল্পে ও তাদের উদ্দেশ্য বিগড়ে যায়। যেমন- ফিন্হাস ইবনে আযূরা। তার নিকট কোন এক ব্যক্তি একটা মাত্র স্বর্ণ মুদ্রা আমানত রেখেছিলো। আমানতকারী ফেরত চাইতেই সে অস্বীকার করে বসলো।

টীকা-১৪৩. এবং যখনই আমানতদাতা তার নিকট থেকে চলে যায়, তখনই সে সেই আমানতের মাল আত্মসাৎ করে বসে।

৭৩. এবং বিশ্বাস করোনা, কিন্তু তাকে, যে তোমাদের ধর্মের অনুসারী হবে।' (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'আল্লাহ্র হিদায়তই হিদায়ত (১৩৭)।' (বিশ্বাস কিছুতেই করোনা) এতে যে, কাউকে প্রদান করা হবে (১৩৮) যেমন তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে ★ কিংবা কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাতে পারবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট (১৩৯)।' আপনি বলে দিন, 'অনুগ্রহ তো আল্লাহ্রই হাতে; যাকে চান প্রদান করেন।' আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

وَلَا تُؤْمِنُوٓا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ
قُلْ إِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ أَنْ
يُّؤْتٰٓى أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ
يُحَآجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ
الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

৭৪. স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা (১৪০) খাস করে নেন যাকে ইচ্ছা করেন (১৪১) এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

৭৫. এবং কিতাবীদের মধ্যে কিছু এমন লোক রয়েছে যে, যদি তুমি তার নিকট বিপুল সম্পদ আমানত রাখো, তবে সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে (১৪২)। আর তাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও রয়েছে যে, যদি একটা স্বর্ণমুদ্রা তার নিকট আমানত রাখো, তবে সে তাও তোমাকে ফেরৎ দেবেনা কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার মাথার উপর দণ্ডায়মান থাকো (তার পেছনে লেগে থাকো) (১৪৩)। এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'নিরক্ষর লোকদের (১৪৪) মামলায় আমাদের উপর কোন জবাবদিহিতা নেই।' আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনে বুঝে মিথ্যা রচনা করে (১৪৫)।

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ
بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ
إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ
إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي
الْأُمِّيّٖنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ
عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. হাঁ, কেন নয়, যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করেছে এবং নিশ্চয় খোদাভীরুরা আল্লাহ্র পছন্দনীয়।

بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى
فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

টীকা-১৪৪. অর্থাৎ কিতাবী নয় এমন লোকদের।

টীকা-১৪৫. যে, তিনি স্বীয় কিতাবসমূহে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পদ আত্মসাৎ করার নির্দেশ দিয়েছেন অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, তাদের কিতাবাদিতে এমন কোন নির্দেশ নেই।

★ স্মতর্ব্য যে, নবূয়ত একমাত্র বনী ইস্রাঈলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া ইহুদীদেরই মনগড়া ধারণা মাত্র। একথা কোন আসমানী কিতাবে বলা হয়নি; বরং ক্বোরআন করীম একথা ঘোষণা করছে যে, নবূয়ত হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে- وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মীর্জা কাদিয়ানী নবী হতে পারে না। কেননা, সে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের বংশধর নয়। (নূরুল ইরফান)

★★ এক 'আউক্বিয়া' = এক তোলা ৭ মাশাহ্।

টীকা-১৪৬. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদী সম্প্রদায়ের 'আহবার' (আলেমগণ) এবং তাদের নেতৃবর্গ আবূ রাফি', কেনানাহ্ ইবনে আবিল হোক্বায়ক্ব, কা'আব ইব্‌নে আশ্‌রাফ এবং হুয়াই ইব্‌নে আখ্‌তাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সে-ই অঙ্গীকার গোপন করেছিলো, যা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার সম্পর্কে তাদের নিকট থেকে তাওরীতে গৃহীত হয়েছে। তারা সেটাকে বিকৃত করেছিলো এবং সেটার স্থলে আপন হাতে অন্য কিছু লিখে দিলো। আর মিথ্যা শপথ করে বললো যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। বস্তুতঃ এসব কিছু তারা আপন সম্প্রদায়ের মূর্খ লোকদের নিকট থেকে ঘুষ ও অর্থ-সম্পদ লাভ করার জন্য করেছিলো।

টীকা-১৪৭. মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তিনজন লোক এমন রয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা না তাদের সাথে কথা বললেন, না তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন, না তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।" এরপর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত শরীফ তিনবার তেলাওয়াত করলেন। বর্ণনাকারী হযরত আবূ যার বললেন, ঐসব লোক ক্ষতি ও লাঞ্ছনার মধ্যে হোক! এয়া রসূলাল্লাহ্! ঐসব লোক কারা? হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "১) যে ব্যক্তি লুঙ্গি (পরিধেয় পোষাকি) পায়ের গোড়ালীর নীচে পর্যন্ত ঝুলায়, ২) যে উপকারের খোঁটা দেয় এবং ৩) আপন ব্যবসার মাল মিথ্যা শপথ করে বাজারে চালায়।"

৭৭. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথের পরিবর্তে হীন মূল্য গ্রহণ করে (১৪৬), পরকালে তাদের কোন অংশ নেই এবং আল্লাহ্ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন ক্বিয়ামতের দিন এবং না তাদেরকে পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে (১৪৭)।

৭৮. এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা জিহ্বা ঘুরিয়ে কিতাবের সাথে মিল করে দেয়, যাতে তোমরা বুঝো যে, সেটাও কিতাবের মধ্যে আছে; অথচ সেটা কিতাবের মধ্যে নেই। এবং তারা বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে' অথচ সেটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নয়। আর আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনেশুনে (তারা) মিথ্যা রচনা করে (১৪৮)।

৭৯. কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হুকুম এবং পয়গাম্বরী প্রদান করবেন (১৪৯); অতঃপর সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও (১৫০)।' হাঁ, এটা বলবে, 'আল্লাহ্‌ওয়ালা (১৫১) হয়ে যাও!' এ কারণে যে, তোমরা কিতাব শিক্ষাদান করো এবং এ কারণে যে, তোমরা অধ্যয়ন করে থাকো। (১৫২)।

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ
اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ
أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ
الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَ
يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ
مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ
اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ
تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

হযরত আবূ উমামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হক আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ করে, আল্লাহ্ তার উপর বেহেশ্‌ত হারাম করে দেন এবং দোযখ অবধারিত করে দেন।" সাহাবা কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! যদিও স্বল্প পরিমাণ বস্তু হয় (তবুও)?" এরশাদ করেন, "যদিও বাব্‌লা গাছের একটা শাখাই হোক না কেন?"

টীকা-১৪৮. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, তারা তাওরীত ও ইঞ্জীলকে বিকৃত করেছিলো এবং আল্লাহ্‌র কিতাবে নিজেদের পক্ষ থেকে যথেচ্ছ সংযোজন করেছিলো।

টীকা-১৪৯. এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও আমল দান করবেন এবং গুনাহসমূহ থেকে মা'সূম করবেন।

টীকা-১৫০. এটা নবীগণ (আঃ)-এর দ্বারা অসম্ভব এবং তাঁদের প্রতি এ ধরনের এমন সম্বন্ধ রচনা তাঁদের প্রতি অপবাদেরই শামিল।

শানে নুযূলঃ নাজরানবাসী খৃষ্টানগণ বলেছিলো, "আমাদেরকে হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম) নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাঁকে প্রতিপালক হিসেবে মান্য করি।" এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। আর এরশাদ করলেন যে, নবীগণের পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভবপরই নয়।

এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে অন্য একটা অভিমত হচ্ছে আবূ রাফি' ইহুদী এবং 'সৈয়দ' খৃষ্টান সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, "হে মুহাম্মদ (দঃ)! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার ইবাদত করি এবং আপনাকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিই?" হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন, "আল্লাহ্‌রই আশ্রয় এ থেকে যে, আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদতের হুকুম করবো। না আমাকে আল্লাহ্ এর নির্দেশ দিয়েছেন; না আমাকে এ জন্য প্রেরণ করেছেন।"

টীকা-১৫১. 'রব্বানী' অর্থ ধর্মীয় সূক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন আলিম, আমলকারী আলিম এবং অতীব দ্বীনদার ব্যক্তি।

টীকা-১৫২. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, জ্ঞান ও শিক্ষাদানের ফলশ্রুতি এই হওয়া চাই যে, মানুষ আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়ে যাবে। যার জ্ঞান দ্বারা এ উপকার হয়না তার জ্ঞান নিষ্ফল ও বেকার।

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۞

৮০. এবং না তোমাদেরকে এ হুকুম দেবে (১৫৩) যে, ফিরিশ্‌তাগণ এবং পয়গাম্বরগণকে খোদা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদেরকে কি কুফরের নির্দেশ দেবে এরপর যে, তোমরা মুসলমান হয়ে গেছো (১৫৪)?

রুকূ' - নয়

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ۗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ إِصْرِيْ ۗ قَالُوْآ أَقْرَرْنَا ۗ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۞

৮১. এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (১৫৫), 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রসূল (১৫৬), যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন (১৫৭), তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে। এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে?' সবাই আরয করলো, 'আমরা স্বীকার করলাম।' এরশাদ করলেন, 'তবে (তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।'

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۞

৮২. সুতরাং যে কেউ এর (১৫৮) পর ফিরে যাবে (১৫৯) তবে সেসব লোক ফাসিক (১৬০)।

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۞

৮৩. তবে কি (তারা) আল্লাহ্‌র দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বীন চায় (১৬১)? এবং তাঁরই সম্মুখে গর্দান অবনত করেছে যে কেউ আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে (১৬২) স্বেচ্ছায় (১৬৩) ও বাধ্য হয়ে (১৬৪) এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۞

৮৪. এমনই বলো, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং সেটার উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইস্‌হাক্ব, য়া'কূব এবং তাঁদের পুত্রগণের উপর; আর যা কিছু অর্জিত হয়েছে মূসা, ঈসা এবং নবীগণের, তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে। আমরা তাঁদের মধ্যে কারো উপর ঈমানের ক্ষেত্রে তারতম্য করিনা (১৬৫); এবং আমরা তাঁরই সম্মুখে গর্দান অবনত করেছি।'

টীকা-১৫৩. আল্লাহ্ তা'আলা কিংবা তাঁর কোন নবী।

টীকা-১৫৪. এমন কোন মতেই হতে পারে না।

টীকা-১৫৫. হযরত আলী মুরতাদা (রদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর পরে যাঁকেই নবূয়ত দান করেছেন, তাঁর নিকট থেকে নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর নবীগণ (আঃ) আপনাপন সম্প্রদায় থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যদি তাদের জীবদ্দশায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন, তবে তাঁর উপর যেন ঈমান আনে এবং তাঁকে যেন সাহায্য করে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, হুযূর (দঃ) সমস্ত নবীর (আঃ) মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

টীকা-১৫৬. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-১৫৭. এভাবে যে, তাঁর গুণাবলী ও অবস্থাদি তার অনুরূপই হবে যা নবীগণের (আঃ) কিতাবসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-১৫৮. অর্থাৎ অঙ্গীকারের।

টীকা-১৫৯. এবং আগমনকারী নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

টীকা-১৬০. ঈমান থেকে বহির্ভূত।

টীকা-১৬১. অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর এবং দলীলাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও।

টীকা-১৬২. ফিরিশ্‌তাগণ, মানবজাতি এবং জিন্‌কুল।

টীকা-১৬৩. প্রমাণাদির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে এবং ন্যায় অবলম্বন করে। আর এ আনুগত্য তাদেরকে উপকৃত করে এবং কল্যাণ দান করে।

টীকা-১৬৪. কোন ভয়ে কিংবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করার কারণে। যেমন, কাফির মৃত্যুর সময় নৈরাশ্যের মুহূর্তে ঈমান আনে। এ ঈমান ক্বিয়ামতে তার উপকারে আসবেনা।

টীকা-১৬৫. যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা করেছে যে, কারো উপর ঈমান এনেছে, আর কাউকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১৬৬. শানে নুযূলঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইহুদীরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূয়ত প্রকাশের পূর্বে তাঁর ওসীলা নিয়ে বিভিন্ন দো'আ করতো, তাঁর নবূয়তকে স্বীকার করতো এবং তাঁর শুভাগমনের অপেক্ষা করতো। যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমন ঘটলো তখন বিদ্বেষ বশতঃ তাঁকে অস্বীকার করতে লাগলো এবং কাফির হয়ে গেলো।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম চাইবে তা তার পক্ষ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاۤءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. কিরূপে আল্লাহ্ এমন সম্প্রদায়ের হিদায়ত চাইবেন, যারা ঈমান এনে কাফির হয়ে গেছে (১৬৬) এবং সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, রসূল (১৬৭) সত্য; আর তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি এসেছিলো (১৬৮)? এবং আল্লাহ্ অত্যাচারী-দেরকে হিদায়ত করেন না।

اُولٰۤئِكَ جَزَاۤؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তাদের কর্মফল হচ্ছে, তাদের উপর লা'নত অবধারিত– আল্লাহ্, ফিরিশ্‌তা এবং মানবজাতি– সকলের।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. সর্বদা তাতে থাকবে; না তাদের উপর থেকে শাস্তি লঘু করা হবে এবং না তাদেরকে বিরাম দেয়া হবে।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۟ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾

৮৯. কিন্তু যারা এর পর তাওবা করেছে (১৬৯) এবং নিজেদের সংশোধন করেছে, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الضَّاۤلُّوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা ঈমান এনে কাফির হয়েছে অতঃপর কুফর আরো বৃদ্ধি করেছে (১৭০) তাদের তাওবা কখনো কবূল হবে না (১৭১) এবং তারাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট। ★

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾ ع

৯১. ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির হয়েই মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের মধ্যে কারো পক্ষ থেকে পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণও কখনো কবূল করা হবে না যদিও তারা নিজেদের মুক্তির জন্য প্রদান করে। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ★★

অর্থ হলো– 'আল্লাহ্ তা'আলা এমন সম্প্রদায়কে কিভাবে ঈমানের তৌফিক দান করবেন, যারা জেনে শুনে এবং মেনে নেয়ার পর অস্বীকারকারী হয়ে গেছে?'

টীকা-১৬৭. অর্থাৎ নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-১৬৮. এবং তারা সুস্পষ্ট মু'জিযাদি দেখেছিলো।

টীকা-১৬৯. এবং কুফর থেকে বিরত হয়েছে।

শানে নুযূলঃ হারিস ইবনে সুয়াইদ আনসারী কাফিরদের সাথে মিলিত হবার পর লজ্জিত হলেন। তখন তিনি আপন গোত্রীয় লোকদের নিকট সংবাদ পাঠালেন যেন তাঁরা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর তাওবা কবূল হতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করে নেয়। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তিনি তাওবাকারী হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হাযির হলেন এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর তাওবা কবূল করলেন।

টীকা-১৭০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান আনার পর হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ও ইঞ্জীলের সাথে কুফর করেছে। অতঃপর কুফরের মধ্যে আরো অগ্রসর হয়েছে এবং নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও ক্বোরআন করীমের সাথে কুফর করেছে।

অন্য এক অভিমত এই যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত প্রকাশের পূর্বে তো তাদের কিতাবাদিতে তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী দেখে তাঁর উপর ঈমান রাখতো; কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পর কাফির হয়ে গেলো এবং কুফরের মধ্যে আরো কট্টর হয়ে গেলো।

টীকা-১৭১. এমতাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর মুহূর্তে অথবা যদি তারা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করে। ★★

★ লক্ষ্যনীয় যে, পূর্ববর্তী আয়াত اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কাফিরের তাওবা গ্রহণযোগ্য, আর এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয় (لن تقبل توبتهم)! এর জবাব হচ্ছে– যেই কাফির তার মুমূর্ষু অবস্থায় 'গারগারাহ' আরম্ভ হবার পূর্বে তাওবা করে ঈমান আনে তার তাওবা বিশুদ্ধ হয় ও মাকবূল হয়। আর যদি এমতাবস্থায় কিংবা কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তার তাওবা কবূল হয়না। শেষোক্ত আয়াতে এ শেষোক্ত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর প্রথমোক্ত আয়াতে প্রথমোক্ত অবস্থার দিকে।

যেমন তাফসীর-ই-জালালাঈন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, لن تقبل توبتهم اذا غرغروا اوماتواكفارًا অর্থাৎঃ "তাদের (কাফিরগণ) তাওবা

(★ পাদটীকার অবশিষ্টাংশ)

কবূল হবে না যখন তাদের মুমূর্ষু অবস্থায় 'গারগারাহ্' আরম্ভ হয় অথবা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। 'তাফসীরে কবীর'-এ উল্লেখ করা হয়েছে- হযরত হাসান, ক্বাতাদাহ ও আতা বলেছেন, "তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য না হবার কারণ হচ্ছে- তারা তাওবা করে না কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়।" যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الأن

অর্থাৎ "এবং ঐসব লোকের তাওবা নেই (গ্রহণযোগ্য নয়), যারা মন্দ কর্ম (শির্ক ইত্যাদি) করতে থাকে এ পর্যন্ত যে, তাদের কারো নিকট যখন মৃত্যু এসে যায় তখন বলে, আমি এখন তাওবা করলাম।"

অবশ্য, ঈমানদার পাপী মুমূর্ষাবস্থায় তাওবা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়। (তাফসীর-ই-সাভী।)

এ প্রসঙ্গে আক্বা-ইদ বিষয়ক কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে- توبة اليأس مقبولة دون ايمان الكافر অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় জীবন থেকে নৈরাশ্য এসে যাবার সময়কার তাওবা গ্রহণযোগ্য,কিন্তু এমতাবস্থায় কাফির ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।"

সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াত (الا الذين تابوا) ঐ কাফিরের জন্য প্রযোজ্য, যে মৃত্যু ও 'গারগারাহ্' উপস্থিত হবার পূর্বে তাওবা করেছে। আর শেষোক্ত আয়াত (لن تقبل توبتهم) ঐ কাফিরের বেলায় প্রযোজ্য, যে মৃত্যু (যন্ত্রণা) উপস্থিত হবার সময় তাওবা করেছে। সুতরাং উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমায়েছেন- ان الله يقبل التوبة مالم يغرغر অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাওবা কবূল করেন- যতক্ষণ পর্যন্ত 'গারগারাহ্' (সাক্‌রাত) শুরু না হয়।" এ থেকেও বুঝা যায় যে, 'গারগারাহ্' আসার পূর্ব পর্যন্ত মু'মিন ও কাফির উভয়ের তাওবা গ্রহণযোগ্য হয়।

'রাদ্দুল মুহ্তার'-এ এ প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভিন্নতা ও তাঁদের অভিমতসমূহ উল্লেখ করার পর 'সারসংক্ষেপ' এটাই বলা হয়েছে যে, জীবন থেকে হতাশ এসে যাবার অবস্থায় ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। এতে সমস্ত ইমামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ঈমানদার পাপীর তাওবার গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে- তিনি ইচ্ছা করলে তার ঈমানের ফযীলতের কারণে তা গ্রহণ করেন। তখন তা হবে তাঁর 'মহা অনুগ্রহ'। আর ইচ্ছা করলে গ্রহণ নাও করতে পারেন- কারণ, তাতে বান্দার ত্রুটি, অবহেলা ও বিলম্ব সম্পন্ন হয়েছে। তখন তা হবে আল্লাহ্ তা'আলার 'ন্যায় বিচার'।

আর ' غرغره ' (গারগারাহ্) হচ্ছে- মুমূর্ষু ব্যক্তির ঐ অবস্থা, যখন তার কণ্ঠে প্রাণবায়ু এসে পড়ে এবং গলায় শব্দ হতে থাকে। (হাশিয়া-ই-জালালাঈনঃ ৫৬ পৃষ্ঠা।)

তাওবার তাৎপর্যঃ 'তাওবাহ্' (توبه) মানে 'ফিরে আসা'। গুণাহ্ বা পাপাচার থেকে ফিরে আসাই হচ্ছে বান্দার তাওবা। আর 'তাওবা' ক্রিয়ার সম্বন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি হলে 'তাওবা' অর্থ হয় 'মহান প্রতিপালক শাস্তি প্রদান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন'। যেমন- لقد تاب الله ।

বান্দার তাওবা করা এক মহা ইবাদত। পবিত্র ক্বোরআনে কয়েক স্থানেই এর নির্দেশ এসেছে। বহু হাদীসও এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তাওবা হচ্ছে 'বিষ প্রতিষেধক পাথর'; যা গুনাহ্, শির্ক, মোটকথা,প্রত্যেক রূহানী বিষকে দূরীভূত করে। ক্বোরআন করীমে কোথাও আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- تُوبُوا إِلَى الله (তোমরা আল্লাহ্র দিকে তাওবা বা প্রত্যাবর্তন করো) এবং কখনো এরশাদ করেন- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (কিন্তু যারা তাওবা করে)। তাওবা অন্তরের প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা, প্রত্যেক দুঃখ-অনুশোচনার ঔষধ। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটা উল্লেখ করা হলোঃ-

১) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- আমি দিনে সত্তর বারেরও অধিক তাওবা করি। (বোখারী, মিশকাত)

২) হুযূর এরশাদ ফরমান- হে লোকেরা! মহান প্রতিপালকের দরবারে তাওবা করো। আমি তো প্রতিদিন শতবার তাওবা করি। (মুসলিম ও মিশকাত)

৩) হুযূর এরশাদ ফরমান- মহামহিম প্রতিপালক এরশাদ ফরমায়েছেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা অহরহ পাপ করছো আর আমি গুণাহ্ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাইতে থাকো; আমি ক্ষমা করবো। (মুসলিম ও মিশকাত)

তাওবার প্রকারভেদঃ যেহেতু গুণাহ্ বিভিন্ন প্রকারের হয়; এ কারণে তাওবাও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের গুণাহ্র তাওবাও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। যেমন- ১) কুফর, শির্ক, দ্বীন-ভ্রষ্টতা ও আক্বিদা-ভ্রষ্টতা থেকে তাওবা, ২) মন্দ কার্যাদি থেকে তাওবা, ৩) শরীয়তের হক নষ্ট করা থেকে তাওবা, ৪)বান্দার হক নষ্ট করা থেকে তাওবা, ৫) সৎকার্যাদি সম্পন্ন করার মধ্যে অলসতা করা থেকে তাওবা, ৬) ভুল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তাওবা, ৭) শুধু আল্লাহ্রই বান্দা হওয়াকে প্রকাশ করা এবং ৮) বান্দাদের শিক্ষাদানের জন্য তাওবা। এ শেষোক্ত দু'প্রকারের তাওবা নবীগণের (আলায়হিমুস্ সালাম) হয়ে থাকে।

উপরোক্ত তাওবাগুলোর পন্থা যেমন আলাদা আলাদা, সেগুলোর প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং প্রথম প্রকারের তাওবা থেকে ধার্মিকতা ও বিশুদ্ধ আক্বীদা বা ধর্ম বিশ্বাস জন্মে; দ্বিতীয় প্রকারের তাওবা থেকে সৎকর্মসমূহের তৌফিক বা শক্তি পাওয়া যায়, তৃতীয় প্রকারের তাওবা থেকে প্রেরণা ও উদ্যম সৃষ্টি হয়, শেষোক্ত দু'প্রকারের তাওবা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

তাওবার আবার বিভিন্ন স্তর রয়েছেঃ ১) ঐ তাওবা, যা দ্বারা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়, ২) ঐ তাওবা, যা দ্বারা গুণাহ্ মাফ হয়ে তাওবাকারী 'বেলায়ত' লাভ করে ধন্য হয়।

মোট কথা, তাওবা এবং যিনি তাওবা করান তিনি যেমন, সেটার প্রতিক্রিয়া এবং ফলশ্রুতিও তেমনিই। হুযূর গাউসে আযম ও হযরত রাবে'আ বসরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমার চোর তাঁদের তাওবা করানোর বরকতে একেবারেই ওলী হয়ে গেছেন।

তাওবার শর্তাবলী ও মুস্তাহাবসমূহঃ যেমন নামাযের জন্য কিছু ফরয, কিছু ওয়াজিব, কিছু সুন্নাত ও কিছু মুস্তাহাব রয়েছে- তেমনি তাওবার জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে তাওবা জায়েয হবার। কিছু শর্ত রয়েছে তাওবা কবূল হবার। নামাযের জন্য কিছু মুস্তাহাব সময় আছে, কিছু মাকরূহ সময় রয়েছে তেমনি তাওবার জন্যও কিছু উপযুক্ত সময় আছে।

তাওবার শর্তাবলী হচ্ছেঃ ১) সময়মত তাওবা করা, শির্কের তাওবা হচ্ছে- গারগারাহ্র সময় আসার পূর্ব পর্যন্ত, ২) তাওবা করার সময় গুনাহ্ করার ইচ্ছা না থাকা, ৩) গুনাহ্ থেকে ফিরে আসার পূর্ণ প্রতিজ্ঞা থাকা, ৩) তাওবা করার সময় বিগত গুণাহ্সমূহের জন্য অনুশোচনা থাকা, ৪) তাওবা কবূল হয়েছে মর্মে দৃঢ় ইয়াক্বীন না রেখে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও বদান্যতার আশাবাদী ও প্রার্থী থাকা এবং তাঁর ক্রোধের ভয় রাখা, ৫) গুণাহ্ যেই পর্যায়ের হয়, তাওবাও সেই পর্যায়ের হওয়া; অর্থাৎ প্রকাশ্য গুণাহ্র তাওবাও প্রকাশ্যে হওয়া চাই, গোপন পাপের তাওবাও গোপনে। অবশ্য এ শর্তটা শরীয়তের বিধিবিধান কার্যকর করার জন্য। ৬) সম্ভব হলে বিগত পাপাচারগুলোর বদলা দেবে,যেমন ছেড়ে দেয়া নামায কাযা করবে, অপরিশোধিত কর্জ পরিশোধ করবে, ৭) গুণাহ্র বদলা দেয়া সম্ভব না হলে সেগুলোর কাফ্ফারা দেবে। যেমন- হযরত ওয়াহ্শী কাফির থাকা কালে সৈয়্যদুনা হযরত হামযাহ্ রাদিয়াল্লাহু আন্হুকে শহীদ করেছিলেন; অতঃপর মুসলমান হয়ে তিনি ভণ্ডনবী মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা দিলেন এবং ৮) তাওবা করার মুস্তাহাব সময় হচ্ছে গুণাহ্ করার শক্তি থাকাবস্থায়ই তাওবা করে নেয়া। বাধ্য হয়ে তাওবা করলে তা কবূল হলেও ক্ষমতা থাকাবস্থায় তাওবা করা বহুগুণ বেশী উত্তম। (তাফ্সীর-ই-নঈমী)

★★ 'তৃতীয় পারা'সমাপ্ত।